Acc. No. 769 **Shelf No.** 5G 2R

Title
SubTitle Mādhavendra Purī O Ballabhācārya

Role [Author] [Editor] [Comment.] [Transl.] [Compiler ✓] [ ]

Nrityagopal Rudra and Radhasyam Bagci

Edition

Publisher

Place **Year** 1937 **Ind.Yr.** 1344

Lang. Bengali **Script** Bengali

Subject

P.T.O. ➡

Digitized at BRCindia.com

Accno 769

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও বল্লভাচার্য্য।

"অয়ি দীন দয়ার্দ্রনাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে,
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী।

ভক্তিপরায়ণ বাবু ভগবান্‌দাস নারায়ণজি মহোদয়ের
সহায়তায় হিন্দী, গুজরাটী, বাঙ্গালা ও
সংস্কৃত গ্রন্থাদি অবলম্বনে
শ্রীনৃত্যগোপাল রুদ্র বেদান্তরত্ন এম্, এ,
ও শ্রীরাধাশ্যাম বাগচী ব্যাকরণতীর্থ,
কাব্যরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

Digitized at BRCindia.com

Digitized at BRCindia.com

ভূমিকা।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও বল্লভাচার্য্যের জীবনী সম্বন্ধে নানা গ্রন্থে নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু ধারাবাহিক নিরপেক্ষভাবের কোন গ্রন্থ নাই সেই অভাব দুরীকরণ মানসে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া সাধারণের উপকারার্থে বহুদিনের অভিলাষ কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইলাম। ইহা যে কতটুকু সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তাহা সুধী ভক্তবৃন্দের উপর বিচারের ভার ন্যস্ত হইল। এই দুরূহ বিষয়ের সঙ্কলন কার্য্য বহরমপুর নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত ভগবান্ দাস গুজরাতী মহাশয়ের ব্যক্তিগত এবং তাঁহার প্রদত্ত গুজরাতী, হিন্দী, সংস্কৃত ও ব্রজ ভাষা প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্য ব্যতীত একেবারেই অসম্ভব হইত।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও বল্লভাচার্য্য সম্বন্ধে কতিপয় গ্রন্থ আলোচনা পূর্ব্বক মনে হইল যে অনেক স্থান স্বকপোলকল্পিত।

সুধীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ নিমিত্ত দুই একখানি পুস্তকের নাম ও স্থান নিম্নে উল্লিখিত হইল। যথা—

১। "গোঁসাইজির (বিঠলনাথজির) দুই শত বাহান্ন বৈষ্ণবের বার্ত্তা" গ্রন্থে ২৫১ নং বার্ত্তায় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীজিকে উক্ত গোঁসাইজির (বিঠলনাথজির) শিষ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এবং নানাপ্রকার স্বকপোলকল্পিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। মাধবেন্দ্রপুরীর তিরোভাবের !!

Digitized at BRCindia.com

৩২ বৎসর পরে উক্ত গোঁসাইজির আবির্ভাব হয় সুতরাং পুরীজির শিষ্যত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না।

২। (ক) "বল্লভাচার্য্যের নিজবার্ত্তা" গ্রন্থে লিখিত আছে যে ১৫৪৮ বিক্রম সংবতে বল্লভাচার্য্য শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে "সুবোধিনী" নামক গ্রন্থ শুনাইলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ১৫৪২ বিক্রম সংবতে হইয়াছে এবং তিনি ১৫৭২ বিক্রম সংবতের পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যান নাই সুতরাং উক্ত ১৫৪৮ বিক্রম সংবতের কথা সম্পূর্ণ অলীক।

(খ) উক্ত নিজবার্ত্তা গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামীর সহিত বল্লভাচার্য্যের যে বাদ বিসম্বাদ প্রসঙ্গ আছে তাহা ১৫৪৮ বিক্রম সংবতের বলিয়া উল্লেখ। শ্রীজীব গোস্বামীর আবির্ভাব হয় ১৫৬৮ বিক্রম শংবতে এবং ১৫৯১ বিক্রম সংবতে শ্রীবৃন্দাবনে যান তখন বল্লভাচর্য্যজি এই ধরাধামেই ছিলেন না।

(গ) উক্ত নিজ বার্ত্তাতে আরও উল্লেখ আছে যে বল্লভাচার্য্য যখন শ্রীধাম দ্বারকাতে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে গিয়াছিলেন তখন দ্বারকা-নাথের মন্দিরে তাঁহার মূর্ত্তি ছিল না। বোডানা নামক একজন ভক্ত ঐ মূর্ত্তিকে ডাকরজি নামক একটি গ্রামে লইয়া গিয়াছিলেন। তখন ঐ মন্দিরে কোন মূর্ত্তি না থাকায় পাণ্ডারা বল্লভাচার্য্যজিকে অন্য মূর্ত্তি স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন এবং তিনিও পরদিন মৃত্তিকা তল হইতে একটি মূর্ত্তি বাহির করিয়া ঐ মন্দিরে স্থাপন করেন; কিন্তু একথা সত্য নয়। কারণ এই ঘটনা তাঁহার অবস্থিতিকালের প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। তখন শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর মহাশয় বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার নামের পরিবর্ত্তে বল্লভাচার্য্যের নাম কল্পিত হইয়াছে।

৩। (ক) "বল্লভাচার্য্যের বৈঠক চরিত্র" গ্রন্থে যে সকল বিষয়

Digitized at BRCindia.com

লিখিত আছে তাহা পাঠ করিয়া বালভাষিত বলিয়া মনে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি প্রসঙ্গ লিখিত হইল। যথা--দ্বিতীয় বৈঠকে উল্লেখ আছে যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু একদা মনে করিলেন ; আমি শ্রীনাথজির সেবা পূজা করিব কিন্তু অন্তর্য্যামী ভগবান শ্রীনাথজি তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে তোমার সে অধিকার নাই। সে অধিকার বল্লভাচার্য্যের। তোমার !! ভজনের অধিকার আছে।

(খ) চতুর্থ বৈঠকে উল্লেখ আছে যে গোপাল ভট্ট গোস্বামী নারায়ণশীলা সেবা পূজা করিতেন। সেবা করিতে করিতে একদিন তাঁহার মূর্ত্তি পূজার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হওয়ায় শ্রীচৈতন্যদেবকে জানাইলে তিনি নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন ; বল্লভাচার্য্য ইচ্ছা করিলে ঐ নারায়ণশীলা হইতে স্বরূপ মূর্ত্তির উদ্ভব করিতে পারেন।

অনন্তর ভট্টগোস্বামী বল্লভাচার্য্যকে নিজ বাসনা ব্যক্ত করিলে তিনি উক্ত শালগ্রামশীলা হইতে শ্রীরাধারমন মূর্ত্তি দর্শন করাইলেন। উক্ত প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক ও কল্পিত। শালগ্রামশীলা হইতে যখন উক্ত মূর্ত্তির প্রকট হয় তখন ১৫৯২ বিক্রম সংবত সে সময় বল্লভাচার্য্য ইহধামেই ছিলেন না।

(গ) ত্রয়োদশ বৈঠকে উল্লেখ আছে যে শ্রীরাধিকা "কৃষ্ণ-প্রেমামৃত" গ্রন্থ লিখিয়া বল্লভাচার্য্যকে দিলেন তাঁহার নিকট কেশব কাশ্মিরী ও শ্রীচৈতন্যদেব ঐ গ্রন্থ চাহিলেন কিন্তু তিনি শ্রীচৈতন্যদেবকেই ঐ গ্রন্থ প্রদান করিলেন। ইহাও স্বকপোলকল্পিত। কারণ, ব্রজধামে চৈতন্যদেবের সহিত বল্লভাচার্য্যের কখনও মিলন হয় নাই। যখন চৈতন্যদেব ব্রজধামে তীর্থভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন তখন তিনি চার্পাটে ছিলেন। পরে যখন ব্রজধাম হইতে চৈতন্যদেব ফিরিয়া আসেন তখন উনি প্রয়াগের নিকট অড়েল গ্রামে ছিলেন। সেই সময় বল্লভাচার্য্য

Digitized at BRCindia.com

(বল্লভভট্ট) চৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজবাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন।

(ঘ) দশম বৈঠকে উল্লেখ আছে যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব গোবর্দ্ধনে মানসী গঙ্গাতীরে ভজন করিতে আরম্ভ করিবার সময় এই সংকল্প করেন যে, যে পর্য্যন্ত না ঐ গঙ্গাজল দুগ্ধে পরিণত হইবে সে পর্য্যন্ত এইস্থানেই ভজন করিবেন। এইরূপে ছয় মাস অতিবাহিত হইলে বল্লভাচার্য্য তথায় আসিয়া যেমন নিজ কমণ্ডলুর জল তাঁহার নেত্রে ছিটা দিলেন অমনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করিলেন এবং উক্ত জলে দুগ্ধ দর্শন করিলেন। ইহা সম্পূর্ণ অলীক কারণ শ্রীচৈতন্যদেব ঐ স্থানে মাত্র একরাত্রি বাস করিয়াছিলেন।

(ঙ) একবিংশতি বৈঠকে উল্লেখ আছে যে ভাণ্ডীরবনে বল্লভাচার্য্যের সহিত মাধবেন্দ্রপুরীর পরমগুরু শ্রীব্যাসরায়তীর্থের সহিত অনেক আলোচনার পর ব্যাসরায়জি উঁহাকে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বলেন। তখন উনি বিবেচনা করিবার জন্য একদিন সময় লইলেন। ইতিমধ্যে রাত্রিকালে বল্লভাচার্য্যজির কয়েকজন শিষ্য ব্যাসরায়জিকে মুদ্গর দ্বারা বিশেষ আঘাত করেন। পরে ব্যাসরায়জি বল্লভাচার্য্যজির শরণাপন্ন হইলেন। এই সকল কথা যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহাদের নিজ সাম্প্রদায়িক গৌরববৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোন কারণ নাই সত্য, কিন্তু অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থালোচনায় যে, সে গৌরব রক্ষা না হইতে পারে, এরূপ চিন্তা করিবার অবসর বোধ হয় তাঁহারা পান নাই। যাহা হউক নিজ সাম্প্রদায়িক গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য কোন মহাপুরুষকে অযৌক্তিকভাবে হীন প্রতিপন্ন করা জ্ঞানবান লেখকদের উচিত কার্য্য কিনা তাহা সুধী পাঠকবৃন্দ বিবেচনা করিবেন।

শ্রীব্যাসরায়তীর্থের শিষ্য শ্রীনারায়ণেন্দ্রতীর্থ॥ তাঁহার নিকট বল্লভা-

Digitized at BRCindia.com

চার্য্যজি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং উনি আচার্য্যজির পরমগুরু হইলেন। "শ্রীনাথজির প্রকট বার্ত্তা" ও "গোবর্দ্ধননাথজির প্রকট বার্ত্তা" নামক দুইটি গ্রন্থেও ঐরূপ মাধবেন্দ্রপুরীজিকে হীনভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বল্লভাচার্য্যের জীবিতকালে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে তাঁহার কোন শিষ্যের বা পুত্রের লিখিত কোন পুস্তক নাই। কিন্তু পরে তাঁহার পুত্র বিঠলনাথজির জীবিতকালে তাঁহার (বিঠলনাথজির) গদাধর দাস নামক একজন শিষ্য "সাম্প্রদায়িক প্রদীপ" ও গোপালদাস নামক অন্য শিষ্য "বল্লভাখ্যান" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহাও মিথ্যা কারণ গদাধরদাস শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজির মন্দিরে বসিয়া যে, ঐ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার উক্ত গ্রন্থেই নিজ উক্তি আছে। কিন্তু ঐ মন্দির ১৬৪৭ বিঃ সংবতে জয়পুরের রাজা মানসিংহজি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। তৎপূর্ব্বেই বিঠলনাথজি ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন।

গোপালদাসের "বল্লভাখ্যান" রচনা সম্বন্ধে পুষ্টি সম্প্রদায় গ্রন্থে লিখিত আছে যে, গোপালদাস প্রথমে মূক ছিলেন। কিন্তু বিঠলনাথজির কৃপায় তাঁহার মূকত্ব দূরীভূত হইল এবং ঐ সময়েই তিনি বিঠলনাথজির সম্মুখে "বল্লভাখ্যান" রচনা করিলেন। উক্ত গ্রন্থের নবমাখ্যানে বিঠলনাথজির সপ্ত পুত্র ও সপ্ত পুত্রবধূর উল্লেখ আছে। কিন্তু তাঁহার জীবিতকালে কনিষ্ঠ পুত্র ঘনশ্যামজির বিবাহ হয় নাই সুতরাং ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, বিঠলনাথজির তিরোভাবের পর উক্ত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।

বল্লভাচার্য্যের সম্প্রদায়ের যে সকল গ্রন্থ আছে তাহাতে তাঁহার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে দুই মত আছে। এক মতে তাঁহার আবির্ভাব ১৫২৯ বিক্রম সংবতে, অন্য মতে ১৫৩৫ বিক্রম সংবতে। কিন্তু ১৫২৯ বিঃ সংবতেরই বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

Digitized at BRCindia.com

বল্লভাচার্য্যজি যে কাশীতে মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট প্রথম বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন তাহা বহু গ্রন্থে প্রমাণ আছে, এবং পুরীজি ১৫৩৫ বিক্রম সংবতে কাশী ত্যাগ করিয়া যে ব্রজধামে চলিয়া গিয়াছিলেন তাহারও বহু প্রমাণ আছে সুতরাং তাঁহার বিদ্যাভ্যাস তৎপূর্ব্বেই হইয়াছিল। অতএব দুই মতের মধ্যে পূর্ব্বমতই প্রবল হইল।

১৫৩৫ বিঃ সংবতে যে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে, ইহা প্রথমে দ্বারকেশলালজিই (মূল পুরুষের লেখক) লিখেন। তৎপূর্ব্বে অন্য কেহ লিখেন নাই। গোকুলনাথজির শিষ্যগণের গ্রন্থে ১৫২৯ বিঃ সংবত দেখা যায়।

দ্বারকেশলালজির ১৫৩৫ বিঃ সংবত উল্লেখ করিবার কারণ অনুমান হয় কেবল বল্লভাচার্য্যজির মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করা।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর গোপালদেবের (শ্রীনাথজির) প্রকট ১৫৩৫ বিক্রম সংবতে যে মাসে যে দিনে যে সময়ে হইয়াছে, উনিও বল্লভাচার্য্যজির প্রকট ঠিক ঐরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

রামানুজ, মাধ্বাচার্য্য, নিম্বকাচার্য্য ও বিষ্ণুস্বামী, এই চারি বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে বর্ত্তমান বল্লভাচার্য্যের পুষ্টিসম্প্রদায় বিষ্ণুস্বামী পরম্পরা বলিয়া কথিত হয়।

বল্লভাচার্য্য প্রথমে যে বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার বাল্যকালের রচিত গ্রন্থে প্রমাণ আছে। কিন্তু পরে তিনি যে "সুবোধিনী" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করেন তাহাতে তৃতীয় স্কন্ধে "ভক্তি যোগং চতুর্ব্বিধম্" ইত্যাদি শ্লোকের টীকাতে তিনি বিষ্ণুস্বামী মতাবলম্বীকে তামসিক প্রকৃতি বলিয়াছেন এবং নিজেকে নির্গুণ উপাসক বলিয়া বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় হইতে পৃথক করিয়াছেন।

বল্লভাচার্য্য ও মাধবেন্দ্রপুরীর জীবনী সম্পূর্ণ পাওয়া না যাইলেও

Digitized at BRCindia.com

যতদূর সম্ভব পাওয়া যাইল এবং যাহা সত্য বলিয়া বিবেচিত হইল তাহাই লিখিত হইল।

সুধী ভক্ত পাঠকগণের নিকট সবিনয় অনুরোধ এই যে, এই গ্রন্থে যে সকল ভুল প্রমাদ পরিলক্ষিত হইবে তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে চিরবাধিত থাকিব।

যিনি এই গ্রন্থের মূল উৎসাহী এবং আমার পরমবন্ধু তাঁহার বিশেষ অনুরোধে এই ভূমিকা লিখিত হইল। কিন্তু উপযুক্ততর ব্যক্তির হস্তে এই গুরুভার অর্পিত হইলে পাঠকসমাজ বোধ হয় অধিকতর উপকৃত হইতে পারিতেন। ইতি—

ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু।

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।
২৭শে আষাঢ়, ১৩৪৪।

বিনীত—
শ্রীরাধাশ্যাম বাগচী
ব্যাকরণতীর্থ, কাব্যরত্ন।

Digitized at BRCindia.com

যে সকল গ্রন্থের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে ত হার নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল।

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। (বাঙ্গালা)
২। শ্রীচৈতন্যভাগবত। (ঐ)
৩। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল। (ঐ)
৪। শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ। (ঐ)
৫। গৌড়ীয় অনুভাষ্য। (ঐ)
৬। শ্রীরাস দাস মোহান্তজির হস্তলিখিত পুঁথি (দুইশত বৎসর পূর্ব্বের) (ঐ)
৭। নিতাইসুন্দর মাসিক পত্রিকা। ১৩৪৩, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র সংখ্যা। (ঐ)
৮। শ্রীগোকুলনাথজির জীবনচরিত। (গুজরাতী)
৯। পুষ্টিমার্গের ইতিহাস। (ঐ)
১০। ৮৪ বৈষ্ণবের বার্ত্তা। (ব্রজভাষা)
১১। শ্রীবৃন্দাবন মহিমা। (ঐ)
১২। শ্রীগিরিধারীজি মহারাজের ১২০ বচনামৃত। (ঐ)
১৩। শ্রীব্রজকি ঝাঁকি। (হিন্দী)
১৪। শ্রীচৈতন্যচরিতাবলী। (ঐ)
১৫। শ্রেয়ঃ মাসিক পত্রিকা। ১৯৯১ পৌষ সংখ্যা। (ঐ)

Digitized at BRCindia.com

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও বল্লভাচার্য্য।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী।

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ।
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন্
যৎ প্রেম্ণা তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি ॥ (১)

চৈঃ চঃ।

(১)

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর। তিনি বিশুদ্ধা ভক্তি জগতে প্রচারিত করিয়াছেন। তাঁহার সুমধুর আখ্যান পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তিনি নিয়তই ভক্তিরসে বিহ্বল হইয়া রহিতেন, কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত থাকিতেন। তিনি কখনও হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন; কখনও বা মেঘদর্শনেই কৃষ্ণরূপ স্মরণ হওয়ায় অচেতন হইয়া পড়িতেন।

"ভক্তিরসে মাধবেন্দ্র আদি সূত্রধর।" শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জগতে যে ভক্তিনাটকের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, তাহার আদি সূত্রধর শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী। যেমন শ্রীরামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারের অব্যবহিত পূর্ব্বে

Digitized at BRCindia.com

শ্রীযমুনাচার্য্য তাহার আভাস দিয়া গিয়াছেন, যেমন শ্রীশঙ্করাচার্য্য-দেবের অদ্বৈতবাদ প্রচারের পূর্ব্বে শ্রীগৌড়পাদাচার্য্য তাহার তাৎপর্য্য বর্ণণা করিয়া গিয়াছেন, তেমনই শ্রীমন্ মহাপ্রভু কর্ত্তৃক ভক্তিসুধা বিতরিত হওয়ার কিছুকাল পূর্ব্বেই এই মহাপুরুষ আচার্য্যপ্রবর শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী স্বকীয় জীবনে ভক্তিবন্যার বিপুল প্লাবন বহাইয়া গিয়াছেন।

মাধবেন্দ্রপুরীর প্রগাঢ় প্রেমপরাকাষ্ঠা মহাপ্রভু ব্যতীত অন্যত্র আর দেখা যায় না। তিনি যখন কৃষ্ণনাম শ্রবণে মুর্চ্ছিত হইতেন, তখন নাসিকায় তুলা দিয়া দেখিতে হইত জীবিত আছেন কি না। পরবর্ত্তীকালে শ্রীমন্ মহাপ্রভু সম্বন্ধেও এমনি ঘটিত। মাধবেন্দ্র সর্ব্বত্র উদাসীন এবং মৌনী রহিতেন। গ্রাম্য-বার্ত্তার ভয়ে তিনি দ্বিতীয় সঙ্গ করিতেন না; তাঁহার বৈরাগ্য অতি অতুলনীয় ছিল।

গোপীভাব অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার ইনিই প্রথম প্রবর্ত্তক। মহাপ্রভু কর্ত্তৃক অতঃপর এই উপাসনাপদ্ধতি জগতে প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীমাধবেন্দ্র সতত কৃষ্ণবিচ্ছেদে বিহ্বল রহিতেন। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শেষ লীলাতেও আমরা দেখিতে পাই, তিনি রাধাভাবে ভাবিত হইয়া নিয়তই কৃষ্ণবিরহে কাতরতা প্রকাশ করিতেন। তিনি যেন মূর্ত্তিমান বিপ্রলম্ভরস স্বরূপ ছিলেন।

(২)

রামানুজ, নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী ও মধ্বাচার্য্য এই চারিজন

Digitized at BRCindia.com

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। ইহাঁরা সকলেই ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের ভাষ্যাদি রচনা করিয়াছেন এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। নানা বিষয়ে ইহাঁদিগের মতবাদের বিভিন্নতা থাকিলেও, বিষ্ণুই যে পরতত্ত্ব এ বিষয়ে সকলেই একমত। জীব ও ব্রহ্মের একান্ত অভিন্নতা ইহাঁরা অস্বীকার করেন। ভক্তিই জীবের পরম শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায়, ইহাই সকলে উপদেশ দিয়াছেন।

মধ্বাচার্য্য খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ হইয়া জগৎ পবিত্র করিয়াছিলেন। ইহাঁর প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় মাধ্বসম্প্রদায় নামে পরিচিত। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এই মাধ্ব সম্প্রদায়ের একজন আচার্য্য। শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য হইতে শিষ্য প্রশিষ্যানুক্রমে কয়েক পুরুষ পরে ইহাঁর স্থান। নিম্নোদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি কয়টিতে শ্রীমধ্ব হইতে মাধবেন্দ্র পর্য্যন্ত আচার্য্যগণের নাম কথিত হইয়াছে :—

"শ্রীমধ্বঃ শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্॥
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ॥"

দেখা যাইতেছে ব্যাসতীর্থের শিষ্য লক্ষ্মীপতি, এবং লক্ষ্মী-পতির শিষ্য শ্রীমাধবেন্দ্র। এই ব্যাসতীর্থ এই সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন মহা বিদ্বান্ লোক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত বহু গ্রন্থ রহিয়াছে।

"ব্যাসযোগি চরিতম্" নামক গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, ১৫০২

Digitized at BRCindia.com

বিক্রম সংবতে ব্যাসতীর্থের আবির্ভাব এবং ১৫৯০ সংবতে তিরোভাব। ব্যাসতীর্থ মাধবেন্দ্রের পরমগুরু হইলেও মাধবেন্দ্রই বয়ঃপ্রধান ছিলেন। ইহাতে অনুমান হয় মাধবেন্দ্র অধিক বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমাধবেন্দ্রের শিষ্যগণ সকলেই নিত্যসিদ্ধ ছিলেন। ঈশ্বর-পুরী, পরমানন্দপুরী, রামচন্দ্রপুরী প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ তাঁহারই শিষ্য। পরবর্ত্তীকালে শ্রীমন্ মহাপ্রভু লৌকিক লীলায় ঈশ্বর-পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য শ্রীমাধবেন্দ্রের লীলা সংবরণের পরই মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়। কথিত আছে, মাধবেন্দ্র জানিতে পারিয়াছিলেন যে শীঘ্রই ভগবান্ জগতে অবতীর্ণ হইবেন। এই কথা তিনি শ্রীমান্ ঈশ্বরপুরীকে বলিয়াও যান। বায়ুপুরাণের বাক্য উল্লেখ করিয়া তিনি ঈশ্বরপুরীকে বলিয়াছিলেন,—

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্মসমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ॥

"কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় ভগবান্ লক্ষীকান্ত তাঁহার গৌর-কান্তি প্রকট করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ সমীপে অবস্থান করিবেন।"

(৩)

সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্ব্বেকার কথা। তখন ১৫৩৫ বিক্রম সংবত। সেই বৎসর শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী তাঁহার কাশীধামের বিদ্যালয়ের ভার পরমগুরু ব্যাসতীর্থের অন্যতর শিষ্য শ্রীমাধব

Digitized at BRCindia.com

সরস্বতীকে প্রদান করিলেন, এবং তীর্থপর্য্যটন মানসে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মাঘ মাসের প্রথমে তিনি ব্রজধামে উপস্থিত হইলেন। মথুরায় বিশ্রাম তীর্থে (১) † যমুনায় স্নান করিলেন এবং শ্রীকেশব ভগবানকে দর্শন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন।

অতঃপর শ্রীমাধবেন্দ্র শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলীসকল দর্শন করিতে করিতে গোবর্দ্ধনে সমাগত হইলেন। তখন প্রেমে তাঁহার দিগবিদিক্ জ্ঞান নাই। কখন পড়িতেছেন, কখন উঠিতেছেন। এমনিভাবে পুলকমণ্ডিততনু হইয়া তিনি চলিয়াছেন।

অতঃপর শৈলপরিক্রমা করিয়া গোবিন্দকুণ্ডে আসিয়া স্নান করতঃ এক বৃক্ষমূলে বসিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পুরীরাজের অযাচক বৃত্তি। কেহ কিছু দিলে গ্রহণ করেন, না দিলে সেদিন উপবাসে কাটাইয়া দেন। উদরপূর্ত্তির নিমিত্ত তিনি কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করেন না। তিনি অনন্যমনে শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় একটী শ্যামবর্ণের পরম সুন্দর দশ এগার বৎসর বয়স্ক বালক তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এক ভাণ্ড দুগ্ধ দিয়া বলিল, "আপনি

(১) † এই শ্রীকেশব ভগবানের মন্দির এবং বিশ্রামতীর্থ এই দুইস্থানে সংবৎ ১৭২৬ অব্দে ঔরঙ্গজেব বাদসা নষ্ট ভ্রষ্ট করিয়া মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে বিশ্রাম তীর্থ ও কেশব ভগবানের মন্দির আছে, তাহা পুনরায় নূতন প্রস্তুত করা হইয়াছে।

Digitized at BRCindia.com

সারাদিন অনাহারে আছেন, এই দুগ্ধ পান করুন।" বালকের সেই অপূর্ব্ব রূপ দর্শনে তাঁহার নয়ন মুগ্ধ ও শরীর পুলকিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি করিয়া জানিলে আমি এখানে অনাহারে রহিয়াছি?" বালক বলিল, "আমার মাতা যমুনায় জল লইতে আসিয়া আপনাকে দেখিয়া গিয়াছিলেন, তিনিই এই দুগ্ধ ভাণ্ড আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।" এই বলিয়া কালবিলম্ব না করিয়া বালকটী তথা হইতে প্রস্থান করিল।

পুরীজি সেই দুগ্ধ পান করিয়া তাহার অপূর্ব্ব আস্বাদে মুগ্ধ হইলেন, তাহা দুগ্ধ কি স্বর্গের অমৃত তাহা বুঝিতে পারিলেন না। বালকের রূপ ও দুগ্ধের অপূর্ব্ব আস্বাদ চিন্তা করিতে করিতে তিনি নিদ্রাভিভূত হইলেন, এবং এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। তিনি দেখিলেন যেন সেই শ্যামসুন্দর বালক পুনরায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার হাত ধরিয়া তৃণগুল্মাচ্ছাদিত বনের দিকে লইয়া গেলেন। তাঁহাকে বলিলেন "দেখ মাধবেন্দ্র! আমার স্বরূপ মূর্ত্তি চারিশতাধিক বর্ষ পূর্ব্ব হইতে এখানে এই গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের উপরিদেশে বনের মধ্যে মাটীর তলে প্রোথিত রহিয়াছে। আমি শ্রীগোপাল; আমিই গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়াছিলাম। যবন অত্যাচারের সময় আমার পূজারীরা আমার বিগ্রহ মূর্ত্তিকে মৃত্তিকাতলে রাখিয়া দিয়া পলাইয়া গিয়াছিল; সেই অবধি আমি মাটির তলদেশেই রহিয়াছি। পূর্ব্বে এই স্থলে আমার মন্দির ছিল। তুমি

Digitized at BRCindia.com

মৃত্তিকাতল হইতে আমার বিগ্রহ বাহির করিয়া এইস্থানে পুনরায় আমাকে স্থাপিত কর।”

এই কথা বলিতে বলিতে বালক তাঁহাকে গোবর্দ্ধন গিরির উপরে লইয়া গেলেন, এবং স্থানটি দেখাইয়া দিয়া অদৃশ্য হইলেন। অতীব সুকৃতিলভ্য এই সুস্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া পূরীজি পরম পুলকিত হইলেন।

পুরীরাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগরিত হইয়াই এদিকে ওদিকে নিরীক্ষণ করিলেন, কই কোথাও ত কেহ নাই। ভাবিতেছেন, হায়! শ্যামসুন্দর স্বপ্নে দেখা দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। তখন তিনি প্রেমাশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন কি করিয়া শ্রীগোপালের মূর্ত্তি বাহির করিয়া তথায় স্থাপন করিবেন।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। তিনি প্রাতঃকালে নিকটস্থ আনোর গ্রামে যাইয়া তত্রত্য ব্রজবাসীগণকে তাঁহার স্বপ্নবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারাও এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দলাভ করিলেন। তখন সকলে মিলিত হইয়া পুরীজির সহিত গিরিগোবর্দ্ধনের উপর সেই স্বপ্ননির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন, এবং তথায় মৃত্তিকাতলে প্রোথিত এক শ্যামসুন্দর মুর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন।

অনতিবিলম্বে এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। নিকট-বর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে ব্রজবাসিগণ আসিয়া সানন্দে শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তথায় তাঁহারা একটী ছোট পর্ণ-

Digitized at BRCindia.com

কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। ১৫৩৫ সংবতের বৈশাখে কৃষ্ণা একাদশীর দিনে শ্রীগোপালদেবকে পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদির দ্বারা যথাবিধি অর্চ্চনা করা হইল।

তখন ব্রজবাসিগণের জয়ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইল, এবং সকলের মনে এক অপূর্ব্ব নূতন ভাবের সৃষ্টি হইল। এমনিভাবে মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীগোপালদেবকে ঐ ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। গোপালের সেবার সৌকর্য্যচিন্তাতেই পুরীজি নিরত থাকিতেন। ভাল ভাল সামগ্রী আহরণ করিয়া গোপালের ভোগ দিতেন। এইভাবে পুরীজির জীবনের আর একটী পর্ব্ব চলিতে লাগিল।

একদা পুরীগোস্বামী সমস্ত ব্রজবাসিগণকে সমবেত করিয়া কহিলেন, শ্রীগোপালদেবের অন্নকুট উৎসবের আয়োজন করা হউক। এই আদেশ পাইয়া ব্রজবাসিগণ মহানন্দে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, চিনি ইত্যাদি নানাবিধ ভোগের দ্রব্যের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তত্রত্য ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীগণ ভোগের দ্রব্যাদি পাক করিতে লাগিলেন। সমুদয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে পুরীজি শ্রীগোপালদেবকে তৎসমুদয় সমর্পণ করিলেন।

দূর দূরান্ত হইতে শত সহস্র লোক এই উৎসবে যোগদান করিতে আসিয়াছেন। বসন ভূষণ ইত্যাদি যাঁহার যাহা সাধ্য শ্রীগোপালদেবের ভেটের জন্য সকলে নানাবিধ দ্রব্য লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা সকলে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া এবং প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পুলকিত হইলেন।

Digitized at BRCindia.com

(৪)

পুরীরাজ একান্ত নিষ্কিঞ্চন ভক্ত ছিলেন। তিনি আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়া একনিষ্ঠমনে শ্রীগোপালদেবের সেবা করিতেন। প্রত্যহ শ্রীগোপালের সেবা করিয়া লোকজনকে খাওয়াইয়া তৎপরে অতি সামান্য কিঞ্চিৎ আহার করিয়া তিনি জীবন ধারণ করিতেন।

ইহার কিছুদিন পরে রামদাস ও নরহরিদাস নামক দুইজন ব্রাহ্মণ গৌড়দেশ হইতে আসিলেন। তাঁহারা ব্রজধাম দর্শন করিয়া গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে উপস্থিত হইলেন। পুরী গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎকারান্তে তাঁহারা তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত একান্ত ইচ্ছুক হইলেন। তিনিও উপযুক্ত বোধে তাঁহাদের দুইজনকে দীক্ষা প্রদান করিয়া শ্রীগোপালদেবের সেবায় নিয়োজিত করিয়া দিলেন।

এতদিন ঐস্থানে একটিমাত্র গৃহ ছিল। সেই গৃহে শ্রীগোপালের বিগ্রহ শোভা পাইতেন। এক্ষণে পূজারী ও যাত্রিগণের অবস্থানের জন্য সূর্য্যকুণ্ডের উপর আরও গৃহাদি নির্ম্মিত হইল। ক্রমশঃ ঐ স্থানটী একটী গ্রামে পরিণত হইল। ঐ গ্রামটীর নাম হইল গোপালপুর। অনন্তর আগ্রা নিবাসী ভাগ্যবান্ শ্রীপূরণমল ছত্রি রাজপুত এই সময়ে শ্রীগোপালদেবের একটী পাকা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

এই প্রকারে শ্রীমাধবেন্দ্র আনন্দে কৃষ্ণ সেবা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। অনন্তর একদিন

Digitized at BRCindia.com

রাত্রিতে শ্রী গোপালদেব পুরীজিকে স্বপ্নাদেশ দিলেন যে, বহুদিন মৃত্তিকাতলে প্রোথিত থাকায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অত্যন্ত জ্বালা বোধ হইতেছে, সুতরাং পুরীজি শ্রীনিলাচল ধাম হইতে চন্দন আনয়ন করিয়া শ্রীঅঙ্গে লেপন করুন। তাহাতে শ্রীঅঙ্গ শীতল হইবে।

পুরীজির নিদ্রাভঙ্গ হইলেই তিনি রামদাস ও নরহরিদাসকে জাগরিত করিলেন এবং বলিলেন যে চন্দন আনয়ন জন্য তিনি নীলাচলে যাইতেছেন। শ্রীগোপালদেবের সেবা সম্বন্ধে তাঁহা-দিগকে তিনি অনেক উপদেশ দিলেন; বলিলেন তোমরা সযত্নে নিয়মিতভাবে শ্রীগোপালের সেবা করিও। যে সমুদয় ভোগের দ্রব্য যোগাড় হইবে তাহা ভোগ দিয়া ব্রজবাসিগণকে বিতরণ করিও। কিছু সঞ্চিত রাখিও না। কুম্ভন দাস ব্রজবাসী সুগা-য়ক ছিলেন; তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যেন তিনি প্রত্যহ কীর্ত্তন গান করিয়া গোপালের প্রীতিবর্দ্ধন করেন। ভক্তপ্রবর শ্রীমাধবেন্দ্র গোপালেরই আদেশে এবং গোপালেরই তুষ্টির নিমিত্ত গোপালকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণ যেন গোপালকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে চাহিতেছে না।

এই প্রকারে ১৫৩৮ সংবতে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী শ্রীনীলাচল-ধামে যাত্রা করিলেন। তিনি সততই কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর; ক্ষুধা তৃষ্ণা গ্রাহ্য করেন না। গোপালের সেবার সম্ভার আনয়ন করিবার জন্য পরমানন্দে নিয়তই পথ চলিতেছেন। রজনী সমাগতা হইলে কোথাও বিশ্রাম করেন। এইভাবে চলিতেছেন; বাহ্য প্রকৃতির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নাই।

Digitized at BRCindia.com

এইরূপে চলিতে চলিতে তিনি বাঙ্গালা দেশে শান্তিপুরে উপস্থিত হইলেন। একটি বৃক্ষতলে বসিয়া প্রেমপুলকিত দেহে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেম দেখিয়া বহু ভক্তবৃন্দ তথায় সমবেত হইয়াছেন। অতঃপর শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্য্যপ্রভুও তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীমাধবেন্দ্রকে গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে সযত্নে নিজগৃহে লইয়া আসিলেন। মাধবেন্দ্রের পরম বৈরাগ্য, তিনি কভু লোকালয়ে গমন করেন না; কিন্তু তথাপি আচার্য্যপ্রভুর ভক্তিতে বশীভূত হইয়া তাঁহার গৃহে আগমন করিলেন।

এই সময়ে শ্রীআচার্য্যপ্রভুর বয়ঃক্রম ৪৬ বৎসর। কারণ ১৪৯২ সংবতে শুক্লা মাঘীসপ্তমী তিথিতে তাঁহার আবির্ভাব। তখনও তিনি বিবাহ করেন নাই। অনূঢ় থাকিয়াই কৃষ্ণসেবা করিবেন, ইহাই তাঁহার সংকল্প।

তখন, উভয়ে কথোপকথন আরম্ভ হইল। আচার্য্যপ্রভু পুরীগোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জীবের কর্ত্তব্য কি?" শ্রীমাধবেন্দ্র বলিলেন, "কৃষ্ণসেবাই জীবের কর্ত্তব্য। কৃষ্ণসেবার অলৌকিক শক্তি। ইহার দ্বারা জীব নিত্যভাগবতী গতি লাভ করিতে পারে।"

অতঃপর পুরীরাজ বিশাখা নির্ম্মিত চিত্রপট সন্দর্শন করিয়া পরম প্রেমাবিষ্ট হইলেন। তিনি কখনও হাসিতেছেন, কখনও কাঁদিতেছেন, কখনও বা নৃত্য করিতেছেন। এইভাবে কিছুক্ষণ গত হওয়ার পর তাঁহার বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল।

Digitized at BRCindia.com

তখন তিনি আচার্য্যপ্রভুর নিকট কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহজ উপায় বর্ণনা করিলেন। বলিলেন, "বৎস! তুমি শুদ্ধ প্রেমবান্। শ্রীরাধিকার চিত্রপটও নির্ম্মাণ কর, এবং যুগলসেবা কর।" আর বলিলেন,—

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥

শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠ রূপ, মধুপুরীই শ্রেষ্ঠ পুরী, কৈশোর বয়সই শ্রেষ্ঠ বয়স এবং আদ্যরসই শ্রেষ্ঠ রস।

তিনি আচার্য্যপ্রভুকে আরও বলিলেন, বৎস! তুমি বিবাহ কর,—কৃষ্ণার্থে সংসার কর। কৃষ্ণ কৃপায় তোমার যে সকল সন্তান হইবে, তাহারা সকলেই জগতে কৃষ্ণনাম বিতরণ করিয়া জীব উদ্ধার করিবে।"

যাহা হউক, শ্রীগুরু আজ্ঞায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীরাধিকার চিত্রপট নির্ম্মাণ করিলেন। সেখানে পুরীরাজ মহাকুতুহলে শ্রীরাধিকা ও শ্রীমদনগোপালের অভিষেক করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত গৃহে এই অপূর্ব্ব যুগল মূর্ত্তি দেখিয়া শান্তিপুরের সকল লোকই পরম আনন্দ লাভ করিলেন। অনন্তর শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পুরীরাজের নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্ররাজ গ্রহণ করিলেন।

(৫)

তদনন্তর শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি রেমুণায় উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীশ্রীগোপীনাথদেবকে দর্শন বন্দনাদি

Digitized at BRCindia.com

করিয়া মন্দিরের বহির্ভাগে একটী পর্ণকুটীরে রাত্রি যাপনের জন্য অবস্থান করিলেন।

এই মন্দিরে নিত্যই শ্রীগোপীনাথদেবকে ক্ষীরের ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে। পুরীরাজ লোকমুখে ঐ ক্ষীরের বহু প্রশংসা শুনিয়া ভাবিলেন যদি ঐ ক্ষীরপ্রসাদের কিঞ্চিৎ আস্বাদ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার গোপালকেও ঐ প্রকার ক্ষীরভোগ দিতে পারিতেন। আস্বাদনের কথা মনে আসায় তিনি লজ্জিত হইয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরণ করিলেন।

পুরী গোস্বামী কাহারও নিকট ক্ষীরপ্রসাদ চান নাই, বা কেহ তাঁহাকে ক্ষীর দেন নাই। কিন্তু ভক্তবৎসল শ্রীগোপীনাথ স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি রাত্রিতে এক ভাণ্ড ক্ষীর চুরি করিয়া সিংহাসনের নীচে লুকাইয়া রাখিয়া দিলেন। রাত্রিতে যখন মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল, পূজারীরা নিদ্রাগত হইলেন, সেই সময় শ্রীগোপীনাথদেব পূজারীকে স্বপ্নাদেশ দিলেন, "দেখ, বহির্দ্দেশে আমার ভক্ত মাধবেন্দ্রপুরী রহিয়াছে। তাহাকে তোমরা কেহ প্রসাদ দিলে না! আমার সিংহাসনের তলদেশে এক ভাণ্ড ক্ষীর রহিয়াছে, তাহাই লইয়া গিয়া মাধবেন্দ্রকে দিয়া আইস।"

পূজারী তখনই স্নান করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, এবং ক্ষীর ভাণ্ড লইয়া বাহিরে আসিলেন। পুরীগোস্বামীর নাম ধরিয়া তিনি ডাকিতে লাগিলেন। পুরীরাজ নিজ পরিচয় দিলে পূজারী তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া সেই ক্ষীরভাণ্ড তাঁহাকে

Digitized at BRCindia.com

প্রদান করিলেন, এবং বলিলেন, "আপনার মত ভাগ্যবান্ আর কেহ নাই ; শ্রীগোপীনাথদেব আপনার জন্য এই ক্ষীরভাণ্ড চুরি করিয়া রাখিয়াছেন। স্বপ্নাদেশে এই ক্ষীর আপনার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।"

পুরীজি সেই মহাপ্রসাদ দর্শন করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রেম দেখিয়া পূজারীও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পুরীরাজ পরমানন্দে ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, এবং ভাণ্ডটীকে ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া চূর্ণগুলি বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিলেন।

তারপর তিনি ভাবিলেন, প্রাতঃকাল হইলেই গোপীনাথের এই ক্ষীর চুরির কথা প্রকাশ হইবে, এবং তাঁহার নিকট জনতার ভিড় হইবে ; এই প্রতিষ্ঠার ভয়ে সেই রাত্রিশেষেই তথা হইতে শ্রীগোপীনাথদেবকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

"ঠাকুর আমাকে ক্ষীর দিল লোক সব শুনি।
দিনে লোক ভিড় হইবে মোর প্রতিষ্ঠা জানি॥
সেই ভয়ে রাত্রি শেষে চলিলা শ্রীপুরী।
সেইখানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি॥"

শ্রীমাধবেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এড়াইবার জন্য পলাইলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠা তাঁহার সেবার সুযোগ বুঝিয়া অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। তিনি পুরীধামে পৌঁছিবার অগ্রেই তাঁহার প্রতি শ্রীগোপীনাথের কৃপার বিষয় লোকমুখে প্রচারিত হইল। সকলে

Digitized at BRCindia.com

শুনিলেন, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীগোপালের জন্য চন্দন লইতে নীলাচলে আসিতেছেন।

নীলাচলে আসিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া আজ পুরীরাজের মহা আনন্দ। প্রেমাবেশে তিনি কখন উঠিতেছেন, কখন পড়িতেছেন, কখন হাসিতেছেন, কখন নাচিতেছেন, কখন গাহিতেছেন,—এমন অলৌকিক প্রেম কেহ কখনও দেখে নাই বা শুনে নাই। বৈষ্ণবগণ যে যেখানে ছিলেন মাধবেন্দ্রকে দর্শন করিতে আসিলেন।

ভক্তগণ যখন অবগত হইলেন যে শ্রীগোপালদেবের চন্দন মাখিবার সাধ হইয়াছে, তখনই রাজপাত্রের সহিত যাঁহার যাঁহার পরিচয় ছিল, সকলেই চন্দন ও কর্পূর সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চন্দন ও কর্পূর সংগৃহীত হইল। এক বিপ্র ও এক সেবক চন্দন ও কর্পূর লইয়া পুরীরাজের সহিত চলিলেন। পথি-মধ্যে শুল্কসংগ্রাহক তাঁহাদিগকে ধরিবে, এই আশঙ্কায় রাজার ছাড়পত্রও সকলে যোগাড় করিয়া পুরীরাজকে দিলেন।

নীলাচল হইতে রওনা হইয়া কতদিন পরে পুরীরাজ রেমুণায় আসিয়া পঁহুছিলেন। তিনি গোপীনাথদেবকে পুনরায় দর্শন করিয়া পরম প্রেমাবিষ্ট হইলেন। গোপীনাথের সেবকগণ তাঁহাকে অশেষ সম্মান করিলেন; তাঁহাকে শ্রীগোপীনাথের সেই ক্ষীর প্রসাদ ভিক্ষা করাইলেন।

পরম বৈরাগ্যযুক্ত পুরীরাজের কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি! তিনি অনাহারে থাকিলেও কাহারও নিকট কিছু

Digitized at BRCindia.com

যাচ্ঞা করেন না। কিন্তু শ্রীগোপালের চন্দন মাখিতে অভিলাষ হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া তিনি কত প্রযত্ন করিতেছেন। তিন শতাধিক ক্রোশ পথ চলিয়া আসিয়াছেন; নানাদিকে চেষ্টা করিয়া প্রায় এক মণ চন্দন ও প্রায় বিশ তোলা কর্পূর সংগ্রহ করিয়াছেন। রাজলিপি সংগ্রহ করিয়া আনায় দানীর নিকটেও কোন বাধা প্রাপ্ত হন নাই।

অতঃপর তাহাকে যবন রাজ্যের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। সেখানেও নানাবিধ অসুবিধা ঘটিতে পারে। কিন্তু সেজন্য তিনি বিচলিত হইলেন না; তাঁহার মনের উৎসাহ পূর্ব্বের ন্যায় রহিয়াছে। ভক্তপ্রবর হয়ত' ক্লেশ পাইবেন, এই চিন্তায় দয়াময় গোপাল কিন্তু বিচলিত হইলেন।

(৬)

সেই রজনীতে মাধবেন্দ্র দেবমন্দিরে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। শেষরাত্রে গোপাল স্বপ্নে তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ মাধবেন্দ্র! এই সকল কর্পূর ও চন্দন আমি প্রাপ্ত হইলাম। গোপীনাথের অঙ্গ ও আমার অঙ্গ একই জানিবে। গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন দিলেই আমার অঙ্গের তাপ দূরীভূত হইবে। এ কথায় মনে কিছু দ্বিধা ভাবিও না; আমার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে চন্দন দাও।"

এই স্বপ্নাদেশ পাইয়া মাধবেন্দ্র শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে ঐ কর্পূর চন্দন মাখাইবার ব্যবস্থা করিলেন। নীলাচল হইতে

Digitized at BRCindia.com

যে দুই ব্যক্তি কর্পূর চন্দন বহন করিয়া আনিয়াছে তাহারাই চন্দন ঘসিয়া দিবে ইহা ব্যবস্থা হইল।

অতঃপর শ্রীপাদ পুরী গোস্বামী নীলাচল হইয়া দক্ষিণ তীর্থে মধ্বাচার্য্যের আশ্রমে গমন করিলেন। এইস্থানে তিনি তাঁহার পরমগুরুদেব শ্রীব্যাসতীর্থের দর্শন লাভ করিলেন। এই সময়ে মাধবেন্দ্রের প্রবীন বয়স হইলেও ব্যাসতীর্থের বয়ঃক্রম আটত্রিশ বৎসর মাত্র ছিল।

পুরীগোস্বামীপাদ এই তীর্থে বর্ষা ঋতুর চারি মাস অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর ১৪০৬ শকাব্দার পৌষ মাসে মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কবে গিরিগোবর্দ্ধনে গিয়া তাঁর অন্তরের শ্রীগোপালজীকে দর্শন করিবেন, ইহার জন্য মাধবেন্দ্রের প্রাণ সততই উৎসুক। তাঁহার সঙ্গে রামচন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী প্রভৃতি কতিপয় শিষ্য রহিলেন।

পুরীরাজ পরমানন্দপুরীকে সর্ব্বত্র শ্রীহরিনাম প্রচার করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু সে সময় দেশের বড় দুর্দ্দিন; সংসার অতীব ভক্তিবিমুখ ছিল। পরমানন্দপুরী চিন্তিত হইলেন, কি করিয়া গুরুর আদেশ পালন করিবেন। তাঁর চিন্তা দেখিয়া শ্রীমাধবেন্দ্র বলিলেন, "আর বেশীদিন ভয়ের কারণ নাই। সত্বরই শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন। এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সমীপে অবস্থান করিবেন।"

"কলিযুগে সংকীর্ত্তনধর্ম্ম রাখিবারে।
জনমিবে কৃষ্ণ প্রথম সন্ধ্যার ভিতরে॥

Digitized at BRCindia.com

গৌর দীর্ঘ কলেবর বাহু জানুসম।
সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ কমল লোচন ॥
করুণাসাগর প্রভু প্রেমের আবাস।
নিজ করুণায় দয়া করিবে প্রকাশ ॥
মোর ভাগ্য নাহি মুই দেখিব নয়নে।
তোর দেখা হইলে মোরে করিহ স্মরণে ॥"

শ্রীমাধবেন্দ্র বড়ই ব্যথিত হইলেন যে ভগবানের অবতার গ্রহণ কালে তিনি আর এ জগতে থাকিবেন না। তাই শ্রীমান্ পরমানন্দপুরীকে কহিলেন, "বৎস! যখন তোমরা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানকে দর্শন করিবে সেই সময়ে আমাকে স্মরণ করিবে"; গুরুর আদেশ পাইয়া পরমানন্দপুরী তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আর মাধবেন্দ্র গোস্বামীপাদ কিয়দ্দিবস পরে নীলাচলধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এইস্থানে তিনি, তাঁহার গুরুদেব শ্রীলক্ষ্মীপতির দর্শন লাভ করিলেন। লক্ষ্মীপতির সহিত একটি দ্বাদশ বর্ষীয় বালক ছিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র এই বালকের অঙ্গে শতসহস্র সূর্য্যের তেজঃ সন্দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। এই বালকটিকে লক্ষ্মীপতি গৌড়দেশ হইতে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে আনিয়াছিলেন। এই বালক আর কেহ নহেন, ইনি শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীনিত্যানন্দদেব পুরীপাদকে দর্শন করিয়া মুর্চ্ছিত হইলেন। মাধবেন্দ্রও নিত্যানন্দকে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন।

Digitized at BRCindia.com

"মাধবপুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ।
ততক্ষণে প্রেমে মূর্চ্ছা হইলা নিষ্পন্দ॥
নিত্যানন্দে দেখিমাত্র শ্রীমাধবপুরী।
পড়িল মুর্চ্ছিত হই, আপনা পাসরি॥"

উভয়ে উভয়ের দর্শনে প্রেমাশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়েই নির্ব্বাক, প্রেমজলে উভয়েরই কণ্ঠ রুদ্ধ। শ্রীমাধবেন্দ্র শ্রীনিত্যানন্দকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। দুইজনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিয়ত বহু কৃষ্ণকথার আলোচনা হইল। ঈশ্বরপুরী, ব্রহ্মানন্দপুরী আদি মাধবেন্দ্রের শিষ্যগণ গুরুদেবের ভাব অবলোকন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দকে অতীব সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। কতিপয় দিবস তথায় অবস্থানের পর, লক্ষ্মীপতি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণদেশে গমন করিলেন।

(৭)

অনন্তর পুরীগোস্বামীপাদ উড়িষ্যাদেশে রেমুণাতে আসিয়া সততই কৃষ্ণের বিরহচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। জরা বার্দ্ধক্যে কৃষ্ণবিরহে তাঁহার শরীর ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এই শরীর আর বেশীদিন থাকিবে না। তাঁহার অপ্রকটের দিন নিকট।

এই সময়ে শ্রীগোপালের বিরহে তিনি সততই বিষণ্ণ থাকিতেন। কখন কখন তিনি গোপালকে দর্শন করিবার জন্য বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেন। বলিতেন, "হা নাথ, তোমার

Digitized at BRCindia.com

বুঝি আর আমি দেখিতে পাইব না। দুই বৎসর হইল তোমায় ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি; জানিনা তোমার সেবা কি প্রকার হইতেছে। বুঝি মথুরাগমন ও তোমার দর্শন আমার ভাগ্যে আর ঘটিবে না।"

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী এই প্রকার বিরহ দুঃখে সততই কাতর থাকিতেন। তাঁর এই কাতরতা দর্শন করিয়া শিষ্যগণও বিষণ্ণ থাকিতেন, কিন্তু তাঁহারই অন্যতর শিষ্য রামচন্দ্রপুরী বুদ্ধিদোষে শিষ্য হইয়া গুরুদেবকে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বোধ হয় তিনি গুরুদেবের প্রাণের কথা বুঝিতে পারেন নাই, তাই বলিলেন "গুরুদেব আপনি পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ, ইহাই স্মরণ করুন, ব্রহ্মবিৎ হইয়া আপনি রোদন করিতেছেন কেন?"

"রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে।
শিষ্য হইয়া গুরুকে কহে ভয় নাহি করে॥
তুমি পূর্ণব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ
ব্রহ্মবিৎ হইয়া কেন করহ রোদন?
শুনি, মাধবেন্দ্রমনে ক্রোধ উপজিল।
দূর দূর পাপী বলি ভর্ৎসনা করিল॥
কৃষ্ণকৃপা না পাইনু না পাইনু মথুরা।
আপন দুঃখে মরি, পাপিষ্ঠ দিতে আইল জ্বালা।
মোরে মুখ না দেখাবি যা যথি তথি।
তোরে দেখি মৈলে মোর হবে অসদ্‌গতি॥

Digitized at BRCindia.com

কৃষ্ণ না পাইনু মরি আপনার দুঃখে।
মোরে 'ব্রহ্ম' উপদেশে এই ছার মূর্খে॥"

পুরীপাদের অন্যতর শিষ্যগণ রামচন্দ্রপুরীকে তথা হইতে বিদূরিত করিয়া দিলেন। পরবর্ত্তীকালে দেখা যায়, রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুর দোষানুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেন।

শ্রীমাধবেন্দ্রপাদের তিরোভাবের সময় নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ গুরুদেবকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণজ্ঞান করিতেন। পরম যত্নসহকারে তাঁহার সেবা করিতেন। গুরুদেবও এই যোগ্যতম শিষ্যকে পরম স্নেহ করিতেন। একদা তিনি এই শিষ্যবরের কণ্ঠে নিজ কণ্ঠের মালা পরাইয়া দিলেন। এই মালার সহিত যেন গুরুদেবের সমুদয় শক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত হইল।

শ্রীমাধবেন্দ্রপাদ সততই শ্রীকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভভাবে ভাবিত থাকিতেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহে মুহ্যমান প্রাণ তিনি যেন আর ধারণ করিতে পারিলেন না। সেদিন বৈশাখের পূর্ণিমা তিথি; ১৪০৬ শকাব্দ, ১৫৪০ সংবৎ। কৃষ্ণবিরহে অতীব কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

"ওহে দীন দয়ার্দ্রনাথ, হে মথুরানাথ! কবে তোমাকে দর্শন

Digitized at BRCindia.com

করিব? তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। হে দয়িত, আমি এখন কি করিব?”

এই শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে পুরীগোস্বামীপাদ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন। এই মরজগৎ হইতে যেন একটি উজ্জ্বল গ্রহ খসিয়া পড়িল। শ্রীগুরুদেবের তিরোভাবে শ্রীঈশ্বরপুরী-পাদের হৃদয় অতীব ব্যথিত হইল।

(৮)

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ মাধ্বসম্প্রদায়েরই আচার্য্য ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাতে এক অভিনবত্ব ছিল। মধ্বাচার্য্য হইতে লক্ষ্মীপতি পর্য্যন্ত এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ শৃঙ্গাররসময়ী ভক্তির যাজনা করিতেন না। শ্রীমাধবেন্দ্রই এই শৃঙ্গাররসময়ী ভক্তির নূতন পথপ্রবর্ত্তক। অতঃপর ঈশ্বরপুরীপাদ গুরুদেবের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, অনন্তর মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই উজ্জ্বলরস জগতে সম্যক্ প্রচারিত করেন।

যাহা হউক ঈশ্বরপুরীপাদ গুরুদেবের সিদ্ধিলাভের পর অতীব বিষণ্ণ মনে নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীব্রজধামে উপস্থিত হইলেন। অবশেষে তিনি গিরিগোবর্দ্ধনে শ্রীগোপাল-দেবকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তথায় রামদাস প্রভৃতি সেবাইতগণকে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের তিরোভাবের বার্ত্তা প্রদান করিলেন। এই সংবাদে সকলেই শোকে মুহ্যমান হইলেন।

Digitized at BRCindia.com

শ্রীঈশ্বরপুরী কিছুদিবস ব্রজধামে বাস করিলেন। অনন্তর বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তিনি গৌড়দেশে আগমন করিয়াছিলেন। এখানে কিছুকাল পরে ১৫৫৫ সংবতে যবন বাদসাহ সেকন্দর লোদির কাজিগণ, ব্রজমণ্ডলে দেবমন্দিরসমূহের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। যবন উপদ্রবের ভয়ে গৌড়িয়া পূজারিরা শ্রীগোপালদেবকে গোবর্দ্ধনমন্দির হইতে নামাইয়া তথা হইতে ৩ মাইল দূরে টঙ্কের ঘোনা নামক নিবিড় বনে লইয়া গিয়া গুপ্তভাবে সেবা করিতে লাগিলেন। এই সময় কুম্ভনদাস ব্রজবাসী শ্রীগোপালদেবের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার রচিত পদ ব্রজ ভাষায় বর্ত্তমানে দেখিতে পাওয়া যায়। পদ যথা—"ভাবত হে তোহি টোঙ্কক ঘন। এইস্থানে শ্রীগোপালদেব তিন দিন মাত্র ছিলেন। এদিকে বাদসাহের লোকেরা পূরণমল রাজপুত নির্ম্মিত মন্দির নষ্ট ভ্রষ্ট করিয়া দিল। এই যবন উপদ্রব শান্ত হইলে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন হইতে ১ মাইল দূরে "শ্যাম ঢাক" নামক স্থানে একটী ক্ষুদ্র তৃণমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় শ্রীগোপালদেবকে স্থাপন করা হইল এবং সেই স্থানে শ্রীমাধবেন্দ্রের প্রাণনাথ শ্রীগোপালের সেবা রীতিমত চলিতে লাগিল।

(৯)

দক্ষিণ ভারতে ত্রৈলঙ্গ দেশে "কাঁকুরপাটু" নামে একখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামখানি নিডাডা ভলু" রেল ষ্টেশন হইতে ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। কিঞ্চিদূর্দ্ধ সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে

Digitized at BRCindia.com

এই গ্রামে লক্ষ্মণ ভট্ট ও জনার্দ্দন ভট্ট নামে দুই ভ্রাতা বাস করিতেন। তাঁহারা অন্ধ্রদেশীয় ব্রাহ্মণ ও বিষ্ণুস্বামীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ছিলেন।

ঐ গ্রামে মুসলমানগণের অত্যাচার হইলে তাঁহারা "অগ্রহার" নামক গ্রামে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিছুদিন গত হইলে লক্ষ্মণ ভট্ট কাঁকুরপাটু গ্রামে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন এবং তথায় শ্রীরামচন্দ্রের সেবা স্থাপন করিলেন। দেবসেবার ভার লক্ষ্মণ ভট্ট নিজপুত্র নারায়ণ ভট্টের উপর অর্পণ করিয়া সস্ত্রীক তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন।

নারায়ণ ভট্ট বাল্যকাল হইতেই ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি পরম ভক্তিসহকারে শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তথায় একদিন শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারায়ণ ভট্টের কৃষ্ণপ্রেম দর্শনে মুগ্ধ হইয়া শ্রীমাধবেন্দ্র তাঁহাকে শ্রীগোপালমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। তাঁহাকে ধর্ম্ম-বিষয়ে নানা উপদেশ প্রদান করিলেন এবং তাঁহার নাম "কেশব-পুরী" রাখিলেন।

কেশবপুরী সন্ন্যাসবেশ ধারণপূর্ব্বক শ্রীমাধবেন্দ্রের সহিত বহির্গত হইয়া উভয়ে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর কেশবপুরী হরিনাম প্রচারের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতে করিতে, শ্রীব্রজধামে উপস্থিত হইলেন। মথুরা হইতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী শূকর ক্ষেত্রে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীকেশবপুরী বল্লভা-চার্য্যের অগ্রজ, ইনি বৈষ্ণবজগতের পরম পূজ্যপাদ জনৈক

Digitized at BRCindia.com

আচার্য্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে যে নয় জন মুখ্য হরিনাম-প্রচারক বলিয়া খ্যাত আছেন তন্মধ্যে ইনি অন্যতম, এই নয় জন মহাপুরুষের চেষ্টায় তৎকালে ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম্ম বিস্তৃত লাভ করিয়াছিল। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর, আর এই নয় জন মহাপুরুষ যেন সেই তরুর নয়টী মূল স্বরূপ—

জয় জয় মাধবপুরী কৃষ্ণ প্রেমপুর।
ভক্তিকল্পতরুর তিঁহো প্রথম অঙ্কুর॥
শ্রীঈশ্বরপুরীরূপে অঙ্কুর পুষ্ট হইল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল॥
নিজ চিন্ত্য শক্ত্যে মালী হৈয়া স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয়॥
পরমানন্দপুরী আর কেশবভারতী।
ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দভারতী॥
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরীকৃষ্ণানন্দ।
নৃসিংহানন্দতীর্থ আর পুরী সুখানন্দ॥
এই সব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।
এই নব মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে॥

(১০)

যাহা হউক এদিকে লক্ষ্মণ ভট্ট তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে রায়পুরের নিকট "ভীমরথী" নদীর তীরে চম্পারণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পত্নী "ইলমাগারু" সাত মাস গর্ভ-

Digitized at BRCindia.com

ধারণের পর, এইস্থানে ১৫২৯ সংবতে বৈশাখের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে শনিবারে শতভিষা নক্ষত্রে মেশরাশিতে রাত্রি ৬ দণ্ড ৪৪ পল সময়ে একটি পুত্র প্রসব করিলেন। প্রসবকালে সন্তানটীর অপূর্ণাবস্থার নিমিত্ত কিয়ৎকাল মূর্চ্ছাভাব হইয়াছিল। কিন্তু এই সুলক্ষণযুক্ত শিশুর আকৃতি অতীব তেজঃ সম্পন্ন ছিল। ইনিই শ্রীমান্ বল্লভভট্ট।

লক্ষ্মণভট্ট পত্নী ও নবজাত পুত্রটীকে লইয়া নিকটবর্ত্তী চৌরা গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। প্রায় একমাস যাবৎ তথায় বাস করিয়া তাঁহারা প্রয়াগে গমন করিলেন। এই পুত্রের জন্মের ৩ বৎসর পরে ভট্ট মহাশয়ের আর একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল তাহার নাম "রামচন্দ্রভট্ট" রাখিলেন।

যাহা হউক, শ্রীমান্ বল্লভের বয়স যখন পঞ্চ বৎসর হইবে, সেই সময় ভট্ট মহোদয় পুত্রকে লইয়া কাশী গেলেন, তথায় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর করে বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত পুত্রটীকে সমর্পণ করিলেন। ভট্ট মহাশয় স্বয়ং হনুমান ঘাটের উপর বাস করিতে লাগিলেন। এই প্রতিভাসম্পন্ন সুকুমার শিশুটীকে শ্রীমাধবেন্দ্র বড় ভালবাসিতেন, কখন কখন সস্নেহে তাঁহাকে ক্রোড়ে লইতেন এবং কৃষ্ণউপদেশ দিতেন। বল্লভাচার্য্য বাল্যে শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর নিকট হইতে বিদ্যাশিক্ষা করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্রীব্যাসরায়ের অন্যতম শিষ্য সুপণ্ডিত মাধবতীর্থ মহোদয় কাশীর বিদ্যাপীঠে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। তাঁহার নিকটে বল্লভ বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন।

Digitized at BRCindia.com

সপ্তবর্ষ অধ্যয়নের পর শ্রীমান্ বল্লভ ভট্ট বেদ, পুরাণ, ভাগবত আদি শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। অনন্তর ১৫৪২ সংবতে লক্ষ্মণ ভট্ট শ্রীমান বল্লভকে সঙ্গে লইয়া সপত্নীক তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে বিজয়নগরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই ভিজিয়ানগর ভিজিয়ানাগ্রাম বা বিজয়নগর ভারতের মধ্যে একটি অন্যতম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান ছিল। এইস্থানে চারিটী বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বেদান্তভাষ্য শিক্ষার্থ পুত্র বল্লভকে ভট্ট মহাশয় নিয়োজিত করিলেন। শ্রীবল্লভ মনোনিবেশ সহকারে দুই বৎসর মধ্যে বিভিন্ন ভাষ্যসমুদয় অধ্যয়ন করিলেন।

যখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশবর্ষ, সেই সময়েই শ্রীবল্লভাচার্য্য দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য যে কাহার নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন এ বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। "বল্লভ দিগ্বিজয়ী" গ্রন্থে দেখা যায় তিনি শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ বল্লভের জন্মের দেড়শত বা দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর ছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট শ্রীবল্লভ দীক্ষা লইয়াছিলেন, আবার অন্য কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বল্লভের পিতা শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর হস্তে পুত্রকে প্রদান করিলে পুরীগোস্বামী প্রথমে তাঁহাকে দীক্ষাদান করেন অতঃপর বিদ্যাশিক্ষা দিতে থাকেন।

এই সময়ে পঞ্চদশবর্ষ বয়সে তিনি পিতা ও মাতাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীব্রজধামে গমন করিলেন। তারপর উজ্জয়িনী হইয়া

Digitized at BRCindia.com

লক্ষ্মণ বালাজীতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে ১৫৪৬ সংবতে লক্ষ্মণ ভট্ট দেহরক্ষা করিলেন।

তখন শ্রীবল্লভ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও জননীকে সঙ্গে লইয়া অগ্রহার গ্রামে গিয়া খুল্লতাত জনার্দ্দন ভট্টের নিকট বাস করিতে লাগিলেন।

(১১)

অতঃপর তিনি ভাগবতধর্ম্ম প্রচারে জীবন অতিবাহিত করিবেন এই বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তৎকালে ভারতের সর্ব্বত্রই সংস্কৃতের সমাদর ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নৃপতিগণ নিজ নিজ সভায় বরেণ্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রাখিতেন। দূর দূরান্তর হইতে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ রাজসভায় বিচারার্থ আগমন করিতেন। পণ্ডিতগণ রাজা ও ধনী লোকের নিকট বহু সম্মান লাভ করিতেন। যৎকালে রাজসভায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণের বিচার আরম্ভ হইত তখন বহু ধনী, মানী ব্যক্তি ও বহু সাধারণ লোক তথায় উপস্থিত হইয়া, সেই সমুদয় শাস্ত্রালাপ শ্রবণ করিতেন। ভারতের যে প্রদেশের কথা আমরা আলোচনা করিতেছি, তৎকালে ঐ প্রদেশে তিন চারিজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন; নানা গ্রন্থে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

যাহা হউক শ্রীবল্লভাচার্য্য তীর্থযাত্রার জন্য জননীর ও খুল্লতাত জনার্দ্দন ভট্টের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। জননী ইলমাগারু তখন পতিশোকে কাতরা। তিনি পুত্রকে বলিলেন "বিদ্যানগরে তোমার মাতুলের গৃহে আমাকে রাখিয়া তুমি

Digitized at BRCindia.com

তীর্থযাত্রায় যাইবে।" খুল্লতাতের নিকট ভাগবত গ্রন্থের প্রার্থনা করিলে, তিনি ঐ গ্রন্থ ও একটী শালগ্রাম তাঁহাকে প্রদান করিলেন। "দামোদর" নামক এক সহচর মস্তকোপরি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ ও শালগ্রাম লইয়া সঙ্গে চলিলেন। এই প্রকারে তিনি জননীকে সঙ্গে লইয়া গোদাবরী নদীর তীরে বিদ্যানগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

খুল্লতাত জনার্দ্দন ভট্ট, বিদ্যানগর পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত আগমন করিয়াছিলেন; এই বিদ্যানগর ও বিজয়নগর একস্থান নহে। উৎকল দেশে গোদাবরী নদীর উত্তরতটে রাজমহেন্দ্রী হইতে ২০।২৫ মাইল পূর্ব্বে এই বিদ্যানগর অবস্থিত।

এই সময়ে বল্লভাচার্য্য ব্রহ্মচারীর বেশে থাকিতেন, তাঁহার শিরে জটা লম্বমান ছিল। দণ্ড ও কৃষ্ণাজিন চর্ম্ম ধারণ করিতেন। দিনে একবার মাত্র স্বপাক অন্ন আহার করিতেন। তিনি বিদ্যানগরের লোকগণকে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং ভক্তিবিষয়ক নানা উপদেশ প্রদান করিতেন। শ্রোতৃগণ তাঁহার পাঠ ও বক্তৃতায় অতীব মুগ্ধ হইল এবং এই জনশ্রুতি রাজার কর্ণগোচর হইল।

তত্রত্য নৃপতি বহু সম্মানপুরঃসর শ্রীবল্লভকে নিজগৃহে আনয়ন করিলেন—তথায় রাজগৃহে উৎকৃষ্ট ব্যাসাসন প্রস্তুত হইল এবং শ্রীবল্লভ তদুপরি আরোহণ করিয়া এক সপ্তাহ কাল শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিলেন। রাজা ও রাণী পরম প্রীত হইলেন। ভাগবতপাঠান্তে তাঁহারা আচার্য্যকে স্বর্ণসিংহাসনে

Digitized at BRCindia.com

বসাইয়া অভিষেক করিলেন এবং বহু স্বর্ণ মুদ্রা ও অন্যান্য মূল্যবান্ বস্তু তাঁহাকে উপহার দিলেন। এই প্রকারে বিদ্যা-নগরে ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিয়া তিনি তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন।

সেতুবন্ধরামেশ্বর, কন্যাকুমারী, পাণ্ডরপুর, নাসিক, ত্র্যম্বক, উজ্জয়িনী প্রভৃতি নানা তীর্থে তিনি ভ্রমণ করিলেন। অতঃপর ব্রজধামে উপস্থিত হইয়া ব্রজের তাৎকালিক প্রকট লীলাস্থলী-গুলি দর্শন করিলেন। গিরিগোবর্দ্ধনের উপর শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর স্থাপিত শ্রীগোপালদেবকে দর্শন করিয়া পুলকিত হইলেন। এইস্থানে আগমন করিয়া শ্রীবল্লভ অবগত হইলেন যে ৯।১০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমাধবেন্দ্র তিরোহিত হইয়াছেন। পুরীজির শিষ্য শ্রীরামদাসের নিকটে তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শ্রবণ করিলেন, এবং কিয়ৎকাল ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়া শ্রীগোপালদেবের সেবা করিতে লাগিলেন। এই স্থানে তিনি সঙ্গী ভক্তবৃন্দকে শ্রীগোপালমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

অতঃপর শ্রীবল্লভ গুজরাট, কাঠিয়াবার ও সিন্ধুদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তথা হইতে উত্তরাখণ্ডে নানা তীর্থ দর্শন করিলেন। পুরীধামে গিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। অতঃপর বিদ্যানগরে গমন করিয়া মাতৃদেবীর চরণে প্রণতঃ হইলেন। তাৎকালিক বাসস্থান অগ্রহার গ্রামে ১৫৫৪ সংবতে বৈশাখের শুক্লাতৃতীয়ায় উপস্থিত হইলেন।

Digitized at BRCindia.com

(১২)

গৃহে আসিয়া তিনি এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন, পর বৎসর আবার নানা তীর্থ দর্শন করিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। প্রথমে তিনি গোদাবরী নদীতে স্নান করিয়া বিদ্যা-নগরে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থান হইতে দক্ষিণদেশস্থ তীর্থগুলি দেখিবার জন্য বাহির হইলেন। ঐ দিকের নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি ব্রজধামে আসিলেন, ও ব্রজ হইতে মথুরায় গিয়া তিনি যে সব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় অতীব ব্যথিত হইল।

এই সময়ে ব্রজধামে সুলতান সেকেন্দর লোদীর উপদ্রবে হাহাকার উপস্থিত হইয়াছিল। মথুরায় যে সমুদয় হিন্দুমন্দির ছিল, সেগুলি সে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। মথুরায় বিশ্রামতীর্থে অত্যাচারিগণ কাহাকেও স্নান করিতে দিত না। হিন্দুগণের উপর এই সব উপদ্রবে শ্রীবল্লভ মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি নিজে বিশ্রাম ঘাটে গিয়া তাহার শিষ্যবর্গ ও মথুরাবাসী লোকসকলকে স্নান করিতে আদেশ দিলেন। শ্রীবল্লভ স্বয়ং ও তাঁহার শিষ্যবর্গ স্নান করিতেছেন দেখিয়া মথুরাবাসিগণ সাহস পাইল এবং তাহারাও স্নান করিতে আরম্ভ করিল। তৎক্ষণাৎ প্রহরিগণ কাজীর নিকটে গিয়া এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল যে একজন ব্রহ্মচারী আসিয়া কাজীর বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। কাজী এই ঘটনা শুনিয়া তাঁহার লোকজন সঙ্গে লইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন কিন্তু তখন স্নানার্থীর দলে লোকে লোকারণ্য হইয়া

Digitized at BRCindia.com

গিয়াছে। সকলেই "জয়, যমুনা মায়ি কি জয়" এই প্রকার গগনভেদী ধ্বনী করিয়া স্নান করিতেছে। শতসহস্র লোকসমাগম দেখিয়া কাজী তাহাদিগকে বাধা না দিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

তথা হইতে শ্রীবল্লভ গিরিগোবর্দ্ধনে গেলেন। ঐ স্থানে গিয়া দেখিলেন যে পুরন্মল রাজপুত কর্ত্তৃক ১৫৩৭ সংবতে নির্ম্মিত শ্রীগোপালদেবের মন্দিরটী ধ্বংসপ্রায় হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের এই অবস্থা দেখিয়া শ্রীবল্লভের প্রাণ ব্যথিত হইল। সেই সময়ে শ্রীগোপালদেব "শ্যামঢাক" নামক স্থানে ছিলেন। শ্রীবল্লভ গিরিরাজের উপরে উক্ত ভগ্ন মন্দিরের সম্মুখে আর একটী ছোট ইষ্টক মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন এবং ১৫৫৬ সংবতে চৈত্র শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্যামঢাক হইতে শ্রীগোপালদেবকে আনয়ণ করাইয়া এই নূতন মন্দিরে স্থাপন করিলেন। তিনি এই সময়ে ঐ স্থানে এক সপ্তাহ কাল শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিয়া ব্রজবাসিগণকে আনন্দদান করিয়াছিলেন। গিরি-গোবর্দ্ধনের নিম্নভূমি আনোর গ্রামে সাধু পাঁড়ে নামক একজন ব্রজবাসীর ক্ষুদ্র কুটীরে তৎকালে বল্লভাচার্য্য বাস করিতেন। তথায় অবস্থানকালে তিনি কয়েকটী স্তব রচনা করিয়াছিলেন। তিনি এই স্তবগুলি শ্রীগোপালদেবকে শুনাইতেন।

শ্রীবল্লভের তাদৃশ কৃষ্ণপ্রেমদর্শনে তত্রত্য ভক্ত ও সাধুগণ সকলেই মুগ্ধ হইলেন। কুম্ভনদাস, মাণিক পাঁড়ে প্রভৃতি কতিপয় ভক্ত তাঁহার নিকট শ্রীগোপালমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। এক্ষণে শ্রীবল্লভ পুরাতন মন্দিরটির সংস্কারে মনঃসংযোগ

Digitized at BRCindia.com

করিলেন। "শ্রীগোপালদেবের প্রণামী ব্যপদেশে যে সমুদয় অর্থ দৈনন্দিন সংগৃহীত হইবে, তন্মধ্যে শ্রীগোপালের ভোগাদি নির্ব্বাহ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তদ্দারা সামান্য সামান্য করিয়া মন্দিরের সংস্কারকার্য্য আরম্ভ করা হউক," পূজারীকে তিনি এই প্রকার আদেশ করিলেন। পূজারীরা শ্রীবল্লভকে গুরুতুল্য মানিতেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে চলিতেন। এই প্রকারে শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীগোপালদেবের চরণোপান্তে প্রায় দুই বৎসরকাল অবস্থান করিলেন।

(১৩)

তথায় একদা স্বপ্নে শ্রীগোপালদেব বল্লভাচার্য্যকে বিবাহ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। শ্রীগোপালের এই স্বপ্নাজ্ঞা পাইয়া তিনি প্রয়াগ, কাশী ও পুরীধাম দর্শন করিয়া নিজগৃহ "অগ্রহারে" ফিরিয়া আসিলেন এবং তথা হইতে মাতৃ-দেবীকে সঙ্গে লইয়া কাশীধামে পুনরায় গমন করিলেন। এই স্থানে তিনি ১৫৬০ সংবতে আষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমীতে দেবেন্দ্র ভট্টের কন্যা মহালক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

শ্রীগোপালদেব বল্লভাচার্য্যের ইষ্টদেবতা। গোপালের শ্রীবিগ্রহেই বল্লভের একান্ত ভক্তি ও প্রীতি বিদ্যমান ছিল! এক্ষণে সপত্নীক গিয়া শ্রীগোপালদেবের চরণে প্রণত হওয়া প্রয়োজন, এই হেতু পত্নীকে লইয়া গিরিগোবর্দ্ধনে চলিলেন, এবং তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিলেন।

Digitized at BRCindia.com

তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর কেশবপুরী পূর্ব্বেই গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তিনি এক্ষণে সন্ন্যাসী। ভাগীরথী তটে সোরমজী গ্রামে তিনি অবস্থান করিতেছিলেন। পত্নীসহ বল্লভ এইস্থানে আগমন করিয়া অগ্রজ চরণে প্রণামবন্দনাদি করিলেন, এবং তথা হইতে কাশীধামে আসিয়া প্রায় ছয় মাস বাস করার পর তিনি আরও কিছুদিন নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। গুজরাট হইতে কাঠিয়াবারে এবং তথা হইতে দ্বারকায় উপনীত হইলেন। তারপর তিনি বদরিকাশ্রম দর্শন করিলেন। অতঃপর হরিদ্বার ও কুরুক্ষেত্র দর্শন করিয়া শ্রীব্রজধামে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি প্রয়াগে গেলেন এবং তথা হইতে কাশীধামে নিজ ভবনে উপস্থিত হইলেন। গৃহে আসিয়া তিনি কিয়ৎকাল স্থির হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে কাশীধামে প্রকাশানন্দ সরস্বতী নামে একজন অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী অবস্থান করিতেন। তাঁহার বহুসংখ্যক শিষ্য ছিল এবং তিনি বেদান্ত শাস্ত্রে অদ্বৈত মতে একজন পারদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। বল্লভাচার্য্য তাঁহাকে ভক্তিপথে আনয়ন করিতে পারিলেন না। এই অদ্বৈতবাদিগণের সহিত বল্লভের সততই সংঘর্ষ হইত। ইহাতে শুধু অশান্তিরই বৃদ্ধি হইত। বল্লভের বিদ্যাগুরু মাধব সরস্বতী প্রভৃতি সজ্জনবর্গ বল্লভকে বলিলেন, "এই দণ্ডী সন্ন্যাসীদের মতি ভাল হইবে না; ইহাদের নিকটে বাস করিলে নিয়তই বাদবিতণ্ডা ও অশান্তি ঘটিবে, সুতরাং আপনি বরং অন্যত্র গিয়া বাস করুন।"

Digitized at BRCindia.com

বল্লভাচার্য্য তাঁহাদের এই যুক্তি সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রয়াগ তীর্থের অপর পারে অড়েল গ্রামে গিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন এবং তথায় কুটুম্বগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পৈতৃক বিগ্রহ শ্রীমদনমোহনদেবের একটী ছোট মূর্ত্তি ছিল। শ্বশুর গৃহ হইতে শ্রীগোকুলনাথজীর একটী ছোট মূর্ত্তি আনিয়াছিলেন। পিতৃব্য জনার্দ্দনের নিকট হইতে শ্রীশালগ্রাম আনয়ন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় এই গৃহে স্থাপন করিলেন এবং পরম ভক্তিসহকারে বাৎসল্যভাবে সেবা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ১৫৬৪ সংবতে কাশ্মীরদেশীয় কেশব নামে এক জন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সহিত তাঁহার মিলন হইয়াছিল। তৎকালে এই কেশবকাশ্মিরী নিম্বকাচার্য্যের মত গ্রহণ করেন নাই। পরন্তু গৌড়দেশ ভ্রমণ করার পরে তিনি এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দিগ্বিজয়ীর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, তিনি গঙ্গা-ধারার ন্যায় দ্রুতবেগে উত্তম উত্তম শ্লোকসমূহ রচনা করিতে পারিতেন। এই দিগ্বিজয়ীর সঙ্গে মাধব ভট্ট নামে একজন শিষ্য ছিলেন। ইনি বিদ্বান্ ও সুলেখক ছিলেন। বল্লভাচার্য্য নিজের সাহায্যের জন্য দিগ্বিজয়ীকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া মাধব ভট্টকে নিজের কাছে রাখিলেন। এইস্থানেই বল্লভের প্রথম পুত্র শ্রীগোপীনাথজী ১৫৭০ সংবতে জন্মগ্রহণ করেন। দুই বৎসর পরে ১৫৭২ সংবতে কাশীর নিকটে চরনার্ট গ্রামে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বিঠলনাথজী জন্মপরিগ্রহ করেন। কিছুকাল পরেই

Digitized at BRCindia.com

সপরিবারে আসিয়া বল্লভজী পুনরায় অড়েল গ্রামে বাস করেন। এই সময়ে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের "সুবোধিনী" নামক টীকা প্রণয়ন করিতে লাগিলেন এবং মাধব ভট্ট তাহা লিখিতে লাগিলেন।

(১৪)

১৫৭২ সংবতে অগ্রহায়ণ মাসে একদা সন্ধ্যার সময় আনোর গ্রামে একব্যক্তি সংবাদ দিল যে পাঠানগণ সেই গ্রাম আক্রমণ করিবার জন্য আসিতেছে। গ্রামবাসীরা তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। শ্রীগোপালের গৌড়ীয় পূজারীরাও শ্রীগোপালকে গাঁধুলীগ্রামে জ্বালাহকুণ্ডের উপরে লইয়া গেলেন। তৎকালে ঐ স্থান নিবিড় বনে আচ্ছন্ন ছিল, বনমধ্যে নিভৃত স্থানে পূজারীগণ গোপালের সেবা চালাইতে লাগিলেন।

এই সময়ে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নীলাচল হইতে ব্রজধামে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন গোবর্দ্ধন-গিরির উপরিভাগে উঠিবেন না, সুতরাং শ্রীগোপালের দর্শন তিনি কি প্রকারে পাইবেন? তাঁহারই অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্যই যেন উক্ত ব্যাপার ঘটিল। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোপাল-কুণ্ডের উপরে যাইয়া শ্রীগোপালদেবকে দর্শন করিলেন।

যাহা হউক, শ্রীগোপাল তিন দিবস গোপালকুণ্ডের উপরে রহিলেন। পূজারীরা যখন দেখিলেন যবনগণ আর আসিল না, তখন চতুর্থ দিবসে শ্রীগোপালদেবকে তাঁহারা গোবর্দ্ধনগিরির উপরিস্থ মন্দিরে লইয়া গেলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু পরমানন্দে এই

Digitized at BRCindia.com

তিন দিবস শ্রীগোপালকে দর্শন করিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রয়াগে আসিলেন। ত্রীবেণীর উপরেই তাঁহার বাসস্থান নিরূপিত হইল। এই সময়ে শ্রীরূপগোস্বামীপাদ প্রভুর চরণে মিলিত হইলেন। বল্লভ ভট্ট তৎকালে প্রয়াগের অপর পারে অরেল গ্রামে বাস করিতেছিলেন। মহাপ্রভুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তিনিও তথায় আসিলেন—দুইজনের মধ্যে অনেক কৃষ্ণকথা হইল, মহাপ্রভুর অদ্ভুত প্রেমবৈচিত্র্য দর্শন করিয়া বল্লভ ভট্ট মহাশয় চমৎকৃত হইলেন।

এই সময়ে মহাপ্রভুর নিকট শ্রীরূপগোস্বামীপাদ ও তাঁহার অনুজ 'অনুপম' ছিলেন। ভট্ট মহাশয় মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন রূপ ও অনুপম দুই ভ্রাতাও প্রভুর সহিত চলিলেন। বল্লভ পরম আদরে প্রভুকে লইয়া যাইতেছেন, সকলে নৌকায় চড়িয়া চলিতেছেন। যমুনার শ্যামবর্ণ বারি নিরীক্ষণ করিয়া মহাপ্রভু প্রেমাবেশে বিহ্বল হইলেন। তিনি হুঙ্কার করিয়া যমুনার জলে ঝাঁপ দিলেন। তখনই অতিশয় ব্যস্ততাসহকারে সকলে প্রভুকে ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন প্রভু তখন নৌকার উপরেই প্রেমানন্দে নাচিতে লাগিলেন। নৌকা টল মল করিতে লাগিল, ঝলকে ঝলকে নৌকায় জল উঠিতে লাগিল—মহাপ্রভু দুর্ব্বার উদ্দাম প্রেম সংবরণ করিতে পারিলেন না, ভট্ট মহাশয় বড়ই চিন্তিত হইলেন।

যাহা হউক, কোন প্রকারে অরেল গ্রামের ঘাটে আসিয়া নৌকা উপনীত হইলে, ভট্ট মহাশয় স্বয়ং প্রভুর পাদপ্রক্ষালন

Digitized at BRCindia.com

করিলেন এবং সেই পাদোদক সবংশে মস্তকে ধারণ করিলেন ও দুই পুত্রকে লইয়া প্রভুর চরণোপান্তে পতিত হইলেন। অতঃপর তিন দিন পরে তিনি প্রভুকে নৌকায় করিয়া প্রয়াগে দশাশ্বমেধের ঘাটে রাখিয়া আসিলেন। অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভু তথা হইতে কাশী হইয়া নীলাচল ফিরিয়া আসিলেন।

(১৫)

এদিকে বল্লভাচার্য্যজী সংবাদ পাইলেন যে, কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাশক্তি সঞ্চারে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া "প্রবোধানন্দ" নাম ধারণ পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন। তখন তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। এই সময়ে বহু সাধু ও ভক্ত নীলাচল যাইতেছিলেন। এই সব সংবাদ পাইয়া বল্লভাচার্য্য নীলাচল যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন; এই সময়ে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং দশম স্কন্ধ ও একাদশ স্কন্ধের কিয়দংশ টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সুবোধিনী টীকা সঙ্গে লইয়া বল্লভাচার্য্য নীলাচল যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে কাশীধামে তিনি কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিলেন; এইস্থানে "পত্রাকাম্বল" গ্রন্থ রচনা করিলেন। এই গ্রন্থখানি কাগজে লিখিয়া তিনি বিশ্বনাথের মন্দিরের দ্বারে সংলগ্ন করিয়া রাখিলেন। তত্রত্য মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ ইহা পাঠ করিয়া কোন আপত্তি করিলেন না। অতঃপর বল্লভাচার্য্য এখান হইতে

Digitized at BRCindia.com

যাত্রা করিয়া ১৫৭৪ সংবতে পুরীধামে উপস্থিত হইলেন। পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের চরণে প্রণতঃ হইয়া মহাপ্রভুকে বন্দনা করিতে চলিলেন। প্রভুও তাহাকে ভাগবত-বুদ্ধিতে আলিঙ্গন করিলেন ও সমাদরে নিকটে বসাইলেন।

এই সময় উভয়েই কৃষ্ণবিষয়ক অনেক আলোচনা করিয়া বল্লভাচার্য্য নিজ বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তমণ্ডলীর সহিত বসিয়াছিলেন, এমন সময় বল্লভাচার্য্য সেই স্থানে আসিয়া নিজকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের সুবোধিনী নামক টীকা দেখাইলেন এবং তাঁহাকে শ্রবণ করিতে অনুরোধ করিলেন। মহাপ্রভু উত্তর দিলেন যে শ্রীধরস্বামীকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের যে টীকা আছে তাহার উপর আর টীকা হইতে পারে না; শ্রীধরস্বামীর টীকাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বল্লভাচার্য্য এই উত্তর শুনিয়া মহাপ্রভুকে গর্ব্বভরে বলিলেন আমি ভাগবতে স্বামীর বাক্য খণ্ডন করিয়াছি। স্বামীজির বাক্যে সর্ব্বত্র ঐক্য নাই এই হেতু তাঁহাকে মান্য করিতে পারি না। মহাপ্রভু হাসিয়া কহিলেন—

প্রভু হাসি কহে "স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥"

শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের আচার্য্য ছিলেন। বল্লভ ভট্ট ও তৎসম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী আচার্য্য এক সম্প্রদায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যের বাক্য খণ্ডন করা অতীব গর্হিত। মহাপ্রভুর এই শ্লেষ বাক্যের তাৎপর্য্য রহিয়াছে। যাহা হউক ভট্ট মহাশয়

Digitized at BRCindia.com

নিজ অপরাধ স্বীকার করিলেন। প্রভুও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। ভট্ট মহাশয় ৮।১০ মাস যাবৎ পুরীধামে বাস করিলেন। তিনি মহাপ্রভু ও ভক্তগণের অনুগত হইয়া থাকিতেন। অতঃপর তিনি মহাপ্রভুর অনুমতি লইয়া ব্রজধামে গমন করিলেন।

ভট্ট মহাশয় প্রথমতঃ বালগোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। মহাপ্রভু ও ভক্তগণের উজ্জ্বলরসাশ্রিত ভজন আলোচনা করিয়া তিনি মতের পরিবর্ত্তন করিলেন। এখন হইতে তিনি কিশোর গোপালের উপাসনায় মনোনিবেশ করিলেন। গদাধর পণ্ডিতই এ ক্ষেত্রে তাঁহার পথপ্রদর্শক হইলেন।

(১৬)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও বল্লভাচার্য্য মহোদয়গণ সাময়িক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। উভয়ের মতবাদে কি কি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে তাহা আলোচ্য বিষয়। উভয়েই যে ভক্তিমার্গের উপদেষ্টা তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি বল্লভাচার্য্য নামে পুষ্টিমার্গের প্রচলন দেখা যায়; ইহা ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ শ্রীবল্লভের বংশজাত পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ এই পুষ্টিমার্গকে বিকাশ প্রাপ্ত করিয়াছিলেন। বল্লভাচার্য্যের পুরী বাসকালে পরিলক্ষিত হয় যে তিনি যেন মহাপ্রভুরই সম্যক মতানুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। পুরীধামে তিনি তিন খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। একখানির নাম "কৃষ্ণাষ্টকম্" আর

Digitized at BRCindia.com

এক খানির নাম "কৃষ্ণপ্রেমামৃতম্" ও অপর খানির নাম "মথুরাষ্টকম্"। শ্রীবল্লভ যে মহাপ্রভুকে অনুসরণ করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজনে সম্প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমামৃত" গ্রন্থই তাহার প্রামান্য।

বল্লভাচার্য্য পুরী হইতে ব্রজে আসিয়া শ্রীগোপালদেবের মন্দিরে বাস করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে ১৫৫৫ সংবতে শ্রীমন্দির যে ভগ্ন ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মন্দিরের কতক অংশ মেরামত করাও হইয়াছিল। বল্লভাচার্য্য এক্ষণে গিরিগোবর্দ্ধনে গিয়া মন্দিরটী সম্পূর্ণ পুনর্গঠিত করিলেন এবং একটী উৎসব করিয়া ১৫৭৬ সংবতের বৈশাখ মাসে শুক্লা তৃতীয়া দিবসে শ্রীমন্দিরে গোপালদেবকে স্থাপন করিলেন।

কিয়দ্দিবস পরে ভট্ট মহাশয় নিজ গৃহ আরেল গ্রামে চলিয়া আসিলেন এবং তথায় কনিষ্ঠ পুত্র বিঠলনাথজীর উপনয়ন সংস্কার করাইলেন। ৺কাশীধামে ব্যাসরায়তীর্থের শিষ্য মাধব সরস্বতীর নিকটে বিদ্যাভাস করাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে বিঠলদাসকে রাখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে তিনি পুনরায় চলিয়া গেলেন এবং এইস্থানে গোবর্দ্ধনের নীচে একটী প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ভজন করিতে লাগিলেন। তৎকালে আচার্য্য কাহারও সহিত বেশী কথা কহিতেন না। সততই নির্জ্জনে বসিয়া ভজন করিতেন এবং রাধা ভাবে বিভোর হইয়া রহিতেন। কিছুকাল পরে এই স্থানে "কৃষ্ণদাস" নামক

Digitized at BRCindia.com

একজন গুজরাট দেশীয় লোক আগমন করে এবং বল্লভাচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে। আচার্য্য তাঁহাকে প্রবীন ও কর্ম্মকুশল বোধ করিয়া শ্রীমন্দিরসম্পর্কীয় কাজ কর্ম্মের ভার অর্পণ করিলেন। গোবর্দ্ধনের নীচে কিছু জমি ক্রয় করিয়া কতিপয় গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইলেন। এইস্থানে যতীরাজ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী অবস্থান করিতেন বলিয়া স্থানটীর নাম "যতিপুরী" রাখিয়া দিলেন। অদ্যাপি এই স্থান যতিপুরী নামে প্রসিদ্ধ আছে।

এই সময়ে সুরদাসজী নামে একজন ভক্ত শ্রীগোপালের নূতন মন্দিরে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি নানাপ্রকার সুললিত পদ রচনা করিয়া সুমধুর কণ্ঠে শ্রীগোপালদেবকে শুনাইতেন।

কিয়ৎকাল পরে বল্লভাচার্য্য স্বগৃহে গমন করিয়া ১৫৮৫ সংবতে জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপীনাথজীর বিবাহ দিলেন এবং বিবাহ দিয়া অনতিবিলম্বে দ্বারকা যাত্রা করিলেন। দ্বারকা হইতে প্রত্যাগমনের পর গোপীনাথজীকে নিজ গদীর মালিক করিলেন এবং তথা হইতে প্রয়াগে আসিলেন। এখানে মধ্ববাচার্য্য সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীব্যাসরায়তীর্থের শিষ্য নারায়ণেন্দ্রতীর্থের নিকট বিধিপূর্ব্বক সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসী হইলে তাঁহার নাম পূর্ণানন্দতীর্থ হইল। ১৫৮৭ সংবতের বৈশাখ মাসে কৃষ্ণা দশমীর দিবসে এই সন্ন্যাসগ্রহণ ব্যাপার সংঘটিত হয়।

এক্ষণে শ্রীআচার্য্য দণ্ড কমণ্ডলু ও কষায়রঞ্জিত বসন ধারণ করিলেন। অতঃপর তিনি পুরীধামে যাত্রা করিলেন এবং

Digitized at BRCindia.com

পথীমধ্যে বারাণসীতে কিয়ৎকাল অবস্থান করিলেন। এই কাশীধামেই ১৫৮৭ সংবতে আষাঢ় মাসের তৃতীয় দিবসে শ্রীবল্লভাচার্য্য ভাগীরথী তীরে হনুমানঘাটে লীলাসংবরণ করেন।

(১৭)

শ্রীবল্লভাচার্য্যের তিরোভাবের পর তাঁহার নিয়োজিত কৃষ্ণদাস শ্রীগোপালের মন্দিরের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিল। মন্দিরের মধ্যে সেই ব্যক্তি যথেচ্ছাচার করিতে লাগিল; গৌড়ীয় পূজারীগণ গুরুদেব শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর আদেশ অনুসারে শ্রীশ্রীগোপালদেবের ভোগের সামগ্রী ও ভেট প্রতিদিন যাহা আসিত তাহা প্রতিদিন খরচ করিয়া দিতেন, সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন না। কৃষ্ণদাস তাহাতে অসন্তুষ্ট হইত। কৃষ্ণদাস "আগরা" হইতে একটী নর্ত্তকী আনাইয়া মন্দির মধ্যে নৃত্য করাইত। গঙ্গাবাই নাম্নী একটী ক্ষত্রিয়া রমণীর সহিত তাহার অবৈধ প্রণয় জন্মিয়াছিল। সে তাহাকে মন্দির মধ্যে রাখিয়াছিল, ইহাতে গৌড়ীয় পূজারীগণের সহিত তাঁহার সতত বাদবিসম্বাদ হইতে লাগিল।

কৃষ্ণদাস অতীব ধূর্ত্ত প্রকৃতির লোক ছিল। একদা হঠাৎ সে অড়েল গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইল। সেইস্থানে বল্লভাচার্য্যের পুত্র গোপীনাথ ও বিঠলনাথজীকে জানাইল, গৌড়ীয় পূজারীরা আমার কোনও কথা শুনে না, তাহারা ভেটের সমুদয় অর্থ ও দ্রব্যসম্ভার অনর্থক নষ্ট করিয়া ফেলে; তাহাদিগকে আর

Digitized at BRCindia.com

মন্দিরে রাখা হইবে না, এই অনুমতি আপনাদের নিকট লইতে আসিয়াছি।

এই সকল শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ও একমত হইয়া উহার সাহায্যের জন্য মথুরায় তাঁহাদের পরিচিত লোককে দুইখানি পত্র লিখিয়া দিলেন। দুর্ব্বুদ্ধি কৃষ্ণদাস মথুরায় আসিয়া কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতির লোক সঙ্গে লইয়া গোবর্দ্ধনে গিয়া একটী ষড়যন্ত্র করিল। যখন গৌড়ীয় পূজারীরা গোবর্দ্ধনের উপরিভাগে গোপালের সেবা পূজা করিতেছিলেন সেই সময়ে পশ্চাৎ দিক হইতে গিয়া রুদ্রকুণ্ডের উপর গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বাসস্থান গোপালপুরা গ্রামে আগুণ লাগাইয়া দিল। পূজারীগণ ছুটিয়া আসিতে আসিতেই গ্রামখানি ভস্মসাৎ হইয়া গেল। অতঃপর কৃষ্ণদাস গোপালের মন্দির হস্তগত করিয়া লইল। পূজারীগণকে আর মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিল না, তাঁহাদিগকে লাঠি লইয়া তাড়াইয়া দিল ইহাদের মধ্যে তিন চারি জন পূজারীকে আহত করিয়া ফেলিল। পূজারীরা মহা বিপদে পড়িলেন। গৃহ দাহ হওয়ায় তাঁহারা আশ্রয়হীন হইল এবং পরিধেয় ব্যতীত সবই তাঁহাদের পুড়িয়া গেল। অতঃপর পূজারীরা শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া শ্রীরূপগোস্বামীপাদের নিকট এই সব বৃত্তান্ত জানাইলেন।

কিন্তু এই সময়ে সকলেই বৃন্দাবনে হাহাকার করিতেছিল। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন এই সংবাদ বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। সেইজন্য গোপালের পূজারীগণকে কেহ কোনও উত্তর দিতে

Digitized at BRCindia.com

পারেন নাই। সেখান হইতে পূজারীগণ মথুরায় আসিয়া রাজ-দরবারে এই বিষয় প্রস্তাব করিলেন। এই সময় কৃষ্ণদাস মথুরার উপস্থিত ছিল। সে রাজকর্ম্মচারীদিগকে অর্থের দ্বারা নিজের বশীভূত করিয়াছিল।

কিছুদিন পরে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনগোস্বামী শুনিলেন শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর গোপালের মন্দির মথুরার রাজ-কর্ম্মচারীরা হস্তগত করিবে। এই সংবাদ পাইয়া শ্রীরূপগোস্বামী মথুরায় আসিলেন। পূর্ব্ব হইতে রাজকর্ম্মচারীরা ইহাঁদের যথেষ্ট সম্মান করিতেন, এই সময় বল্লভাচার্য্যের দুই পুত্র মথুরায় উপস্থিত ছিলেন। রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে শ্রীগোপাল ও মন্দিরের ভার উঠাইয়া লইয়া শ্রীবল্লভাচার্য্যের পুত্রকে মালিক করিয়া দিলেন এবং গৌড়ীয় পূজারীগণের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া গোস্বামীপাদ শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে বল্লভাচার্য্যের পুত্রেরা কৃষ্ণদাসকে শ্রীগোপালের মন্দিরের অধিকারী করিয়া নিজ বাসস্থান অড়েল গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। ১৫৯০ বিক্রম সংবতে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। কৃষ্ণদাস পুনরায় স্বেচ্ছাচার করিতে লাগিল। রামদাস নামক একজন গুজরাটী ব্রাহ্মণকে গোপালের পূজারীর পদে নিয়োজিত করিল।

চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের সময় গোপীনাথজী অড়েল গ্রাম হইতে আগমন করিয়া শ্রীগোপালমন্দিরে অবস্থান করিতেন। কেহ তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে তাহাকে শ্রীগোপাল মন্ত্র

Digitized at BRCindia.com

প্রদান করিতেন। বল্লভাচার্য্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তির দশ বৎসর পরে গোপীনাথজী শ্রীপুরীধামে গিয়া দেহরক্ষা করেন।

অতঃপর বিঠলনাথজী গদির মালিক হইলেন। এই সময়ে পুরুষোত্তমজী নামক গোপীনাথের একটী পুত্র বর্ত্তমান ছিল। পুরুষোত্তমকে গদির মালিক না করিয়া বিঠলনাথজী নিজে মালিক হওয়ায় গোপীনাথের পত্নীর সহিত বিঠলের বিবাদ চলিতে লাগিল। কিন্তু ১৭।১৮ বর্ষ বয়সেই পুরুষোত্তমজী পরলোকগমন করেন। তদনন্তর কৃষ্ণদাস বিঠলনাথকে আর গোপালমন্দিরে আনিতে চাহিত না। নিজেই গোপাল মন্দিরের সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া কার্য্য চালাইতে লাগিল।

১৬১৯ বিক্রম সংবতে আকবর বাদসাহের সৈন্যেরা অড়েল গ্রাম আক্রমণ করিল। এই উপদ্রবের ভয়ে বিঠলনাথজী কুটুম্ব সহিত তথা হইতে বান্ধেগঢ় গিয়া বাস করিতে লাগিল। এখানে তাঁহার বড় পুত্র গিরধর্জীর একটী পুত্র হইল। তাহার নাম মুরলীধরজী রাখিলেন। এখান হইতে বিঠলনাথজী কিছুদিন গড্ডা সহরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। গড্ডার রাণী দুর্গাবতী বিঠলনাথজীর বহু সম্মান করিলেন এবং অনেক অনেক দ্রব্য প্রদান করিলেন। কিছুদিন পরে এখানে যবন উপদ্রব আরম্ভ হওয়ায় কুটুম্ব সহিত ১৬২২ বিক্রম সংবতে ব্রজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বর্ত্তমান নূতন গোকুল তখন ছিল না। এইস্থানে বল্লভাচার্য্য পূর্ব্বে কিছু জমি জায়গা খরিদ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেইস্থানেই বিঠলনাথজী আসিয়া বাস করিবার জন্য গৃহ প্রস্তুত

Digitized at BRCindia.com

করাইতে লাগিলেন। ঐ স্থানের নাম শ্রীগোকুল রাখিলেন। কিছুদিন পরে মহাবনের জমিদারের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ হওয়ায় মথুরায় গিয়া সপ্তঘরা নামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময় বিঠলনাথজী বড় পুত্র গিরধরজীকে গৃহ কার্য্যের ভার দিয়া এখান হইতে গোবর্দ্ধনে গোপাল মন্দিরে গেলেন। এখানে কৃষ্ণদাসের কুব্যবহার দেখিয়া বিঠলনাথ অসন্তুষ্ট হইয়া কিছু শ্লেষ বাক্য বলিলে কৃষ্ণদাস ক্রোধান্বিত হইয়া বিঠলনাথ-জীকে মন্দিরে আসা নিষেধ করিল; এমন কি গোপাল দর্শন পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল।

এই বিঠলনাথজী স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। তৎকৃত শৃঙ্গার-রস, দানলীলা, রাধাষ্টকম্ প্রভৃতি গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। গোপাল দর্শন না হওয়ায় তিনি মনের দুঃখে গুজরাট দেশে চলিয়া গেলেন। এদিকে বিঠলনাথজীর পুত্রেরা উক্ত সংবাদ পাইয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। বৃন্দাবনে রূপ গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামীপাদ বিঠলনাথের প্রতি কৃষ্ণদাসের এই প্রকার কুব্যবহার দেখিয়া অতীব অসন্তুষ্ট হইলেন। বিঠলনাথজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরধরজী মথুরায় রাজকর্ম্মচারীগণকে এই সমুদয় বৃত্তান্ত জানাইলেন। অতঃপর রাজকর্ম্মচারীদিগের সহায়তা লইয়া শ্রীগোপালদেবকে গিরধরজী ১৬২৩ বিক্রম সংবতের ফাল্গুনী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শুক্রবারে মথুরায় স্বগৃহে আনয়ন করাইয়া স্থাপন করিলেন এবং একমাস পর্য্যন্ত নাম সংকীর্ত্তন করাইলেন। মথুরায় শ্রীগোপালদেবের শুভাগমন বার্ত্তা শ্রবণ

Digitized at BRCindia.com

করিয়া বৃন্দাবন হইতে গোস্বামীপাদগণ মথুরায় শ্রীগোপাল দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। গিরধরজী তাঁহাদের প্রতি অতীব সম্মান প্রদর্শন করিয়া একমাস কাল নিজ গৃহে রাখিয়াছিলেন।

তবে রূপ গোঁসাই সব নিজগন লইয়া।
এক মাস দর্শন কৈল মথুরায় রহিয়া॥
সঙ্গে গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।
রঘুনাথ ভট্ট গোঁসাই আর লোকনাথ॥
ভুগর্ভ গোঁসাই আর শ্রীজীব গোঁসাই।
শ্রীযাদবাচার্য্য আর গোবিন্দ গোঁসাই॥
শ্রীউদ্ধব দাস আর মাধব দুই জন।
শ্রীগোপাল দাস আর দাস নারায়ণ॥
গোবিন্দ ভক্ত আর কালা কৃষ্ণদাস।
পুণ্ডরীকাক্ষ ঈশান আর লঘু হরিদাস॥
এই সব মুখ্য ভক্ত লইয়া নিজ সঙ্গে।
শ্রীগোপাল দর্শন করিল বহু রঙ্গে॥

বিঠলনাথের পুত্রগণ মথুরায় নিজ বাড়ীতে প্রেমের সহিত গোপালদেবের সেবা চালাইতে লাগিলেন। এই সময় বিঠলনাথজী গুজরাট হইতে মথুরায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গিরধরজী গোবর্দ্ধন হইতে গোপালদেবকে মথুরায় আনাইয়াছিলেন ও এইস্থানে সেবা চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিন্তু বিঠলনাথজীর ইহা ভাল লাগিল না। কারণ এই সময়ে তথায় অনেক বিধর্ম্মীর বাস ছিল, কখন কি উপদ্রব হয় বলা যায় না,

Digitized at BRCindia.com

এই ভাবিয়া তিনি ১৬২৪ সংবতে বৈশাখের শুক্লা চতুর্থীর দিনে শ্রীগোপালকে পাল্কীতে করিয়া গোপালের স্বমন্দিরে লইয়া গেলেন। এক্ষণে বিঠলনাথজীর পুত্রগণ বাল্যভাবে সেবা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে একটী ইন্দারার মধ্যে পড়িয়া গিয়া কৃষ্ণদাসের অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল।

ইহার পরে ১৬২৯ সংবতে বিঠলনাথজী বরাবরের জন্য গোকুলে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অদ্যাপি ঐ স্থানকে নূতন গোকুল বলা হয়। গোকুলে বাস করা অবধি তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, গুজরাট হইতে অনেক বড় বড় ধনিলোক আসিয়া এখানে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময় পর্য্যন্ত বিঠলনাথজী যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মতের সহিত তাঁহাদিগের মতের কোন প্রভেদ ছিল না। মনে হয় তাঁহারাই মহাপ্রভুর মতানুবর্ত্তী হইয়া কিশোরভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিতেন। অতঃপর বিঠলনাথের সাত পুত্র ক্রমে ক্রমে পুষ্টিসম্প্রদায় স্থাপন করিলেন। বিঠলনাথজীর অন্যতম পুত্র গোকুলনাথজী শ্রীবল্লভের মতের বহু পরিবর্ত্তন সাধন করেন। গোকুলনাথজীর শিষ্যবর্গের অনেক হস্তলিখিত পুঁথি এক্ষণে গুজরাট দেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তৎসমুদায় পাঠে অবগত হওয়া যায় যে আজকাল পুষ্টিমার্গের যে ধারা চলিতেছে তাহা গোকুলনাথ মহারাজই স্থাপন করিয়াছেন।

Digitized at BRCindia.com

গোকুলনাথজীর অপর নাম "বল্লভ"। শিষ্যগণ তাঁহাকে বল্লভাচার্য্য বলিতেন আবার বল্লভাচার্য্যকে শুধু আচার্য্য নামেও অভিহিত করিতেন। তিনি মহাপ্রভুর মত হইতে এই মতের বহু পার্থক্য সাধন করিয়াছেন এবং মতটীতে যেন সম্পূর্ণ নূতন আকার প্রদান করিয়াছেন শ্রীগোকুলনাথজীর জীবন চরিত্র গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে শ্রীগোপালদেবের সেবা প্রণালী ১৬২৩ সংবতে নূতন ভাবে নিজের মত অনুসারে চালাইতে আরম্ভ করিলেন।

যাহা হউক বিঠলনাথজী ও তাহার পুত্রেরা গোবর্দ্ধননাথের বৈভব অনেক বৃদ্ধি করিলেন, গিরধরজী নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র মুরলীধরজীকে আকবর বাদসাহের সেবার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মুরলীধরজী দিল্লীতে বাদসাহের জল খাওয়াইবার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; মুরলীধর বাদসাহের নিকট থাকাতে বিঠলনাথজী ও গিরধরজীর রাজ দরবারে মান সম্মান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ১৬৩১ সংবতে গোকুলের সম্পূর্ণ অধিকার বিঠলনাথজীকে বাদসাহ প্রদান করিলেন। তখন হইতে ইঁহাকে সকলেই গোকুলের গোঁসাই বলিতেন। বাদসাহ বিঠলনাথজীকে "আগা" পদবী প্রদান করিয়াছিলেন। ১৬৪০ সংবতে বিঠলনাথজী তাঁহার সাত পুত্রকে সাতটী সেবার ভার প্রদান করিলেন এবং শ্রীগোপালের সেবার ভার সকলকে অর্পণ করিয়া ১৬৪২ সংবতে মাঘী কৃষ্ণা সপ্তমীর দিনে তিনি সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন।

অতঃপর কয়েক বৎসর পরে ১৭২৫ সংবতে ব্রজমণ্ডলে

Digitized at BRCindia.com

সমস্ত দেবমন্দিরের উপর সম্রাট আওরঙ্গজেবের ভীষণ অত্যাচার চলিতে লাগিল। এই কারণে বল্লভাচার্য্যের বংশের গোস্বামিগণ তথাকার ব্রজবাসীগণের সাহায্যে গোবর্দ্ধননাথজীকে ১৭২৫ সংবতে আশ্বিন মাসে পূর্ণিমার রাত্রিতে অতি সংগোপনে গো-শকটে আরোহণ করাইয়া গোবর্দ্ধন গিরি হইতে লইয়া প্রস্থান করিলেন। ক্রমে আগরা, কোটা, বুঁন্দি, যোধপুর, চাঁপা, সেনি, কৃষ্ণগড় আদি হইয়া উদয়পুর রাজধানী মধ্যে সিঁহার নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে উদয়পুরের রাণা সুজনসিংজী বহু সম্মান প্রদর্শন করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

এই মন্দিরে গোবর্দ্ধননাথজীকে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। সেবার জন্য অনেক ভূসম্পত্তিও রাণা প্রদান করিলেন সেবা কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে লাগিল, এইস্থানে বহুলোক আসিয়া বাস করায় স্থানটী শ্রীনাথদুয়ারা নামক নগরে পরিণত হইল! এইস্থানে শ্রীগোবর্দ্ধননাথজী শ্রীনাথজী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। বহুদিন পরে ১৮৫৮ সংবতে ইন্দোর রাজ্যের হোলকার, উদয়পুর ও নাথদুয়ারা আক্রমণ করায় শ্রীনাথজীকে ঘসিয়ার গ্রামে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ছয় বৎসর পরে ১৮৬৪ সংবতে শ্রীনাথজীকে লইয়া আসিয়া পুনরায় নাথদুয়ারায় প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। অদ্যাপি এই নাথদুয়ারায় মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর প্রাণনাথ শ্রীগোপালদেব শ্রীনাথজী নামে বিরাজ করিতেছেন।

Digitized at BRCindia.com

বহরমপুর সত্যরত্ন প্রেস।
শ্রীললিতমোহন চৌধুরী প্রিণ্টার দ্বারা মুদ্রিত।

Digitized at BRCindia.com